CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-335 ■ 14 September, 2025 ■ আগরতলা ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ২৮ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মণিপুরে দাঁড়িয়ে সমস্ত সংগঠন ও গোষ্ঠীর কাছে আহ্বান

শান্তির পথই বিকাশের চাবিকাঠি সেই পথেই হাঁটুন ঃ প্রধানমন্ত্রী

চুরাচাঁদপুর (মণিপুর), ১৩ সেপ্টেম্বর ।। মণিপুরে চলমান জাতিগত সহিংসতার প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার রাজ্যের চুরাচাঁদপুরে প্রথমবারের মতো সফরে এসে শান্তির বার্তা দিলেন। তিনি সমস্ত সংগঠন ও গোষ্ঠীকে শান্তির পথ বেছে নিতে অনুরোধ করেছেন। তাঁর সাফ কথা, শান্তি ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। মণিপুরের ভবিষ্যৎ গড়তে সবাইকে শান্তির পথ বেছে নিতে হবে। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, পর্বত ও উপত্যকায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে শান্তি আলোচনা শুরু হয়েছে। এই আলোচনা কেন্দ্র সরকারের উদ্যোগে, সম্মান ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই করা হয়েছে। মোদি বলেন, আমি সমস্ত সংগঠন ও গোষ্ঠীকে অনুরোধ করছি, আপনাদের স্বপ্নপূরণের একমাত্র পথ শান্তি। আপনার সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য, রাজ্যের স্থায়ীত্বের জন্য, শান্তি আবশ্যক। আমি আপনাদের পাশে আছি, ভারত সরকার আপনাদের পাশে আছে। ২০২৩ সাল থেকে সহিংসতায় যারা গৃহহীন হয়েছেন, তাদের পুনর্বাসনের জন্য ৭,০০০ বাড়ি নির্মাণে সহায়তা করছে কেন্দ্র সরকার বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। চুরাচাঁদপুরে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস করে মোদি বলেন, এই রাজ্যের পাহাড় শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের নিদর্শন নয়, এখানকার মানুষের অদম্য শ্রমের প্রতিচ্ছবি। আমি মণিপুরের মানুষের অদম্য মনোবলকে সেলাম জানাই। প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের মে মাস থেকে শুরু হওয়া জাতিগত সহিংসতায় এখন পর্যন্ত ২৬০ জনেরও বেশি নিহত এবং প্রায় ৫০,০০০ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। শনিবার প্রধানমন্ত্রী প্রথমবার মণিপুর সফরে এসে এই সহিংসতার শিকার পরিবারগুলোর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি শরণার্থী শিবিরে থাকা শিশুদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের কাছ থেকে একটি চিত্র এবং পুষ্পস্তবক গ্রহণ করেন। এক শিশুর দেওয়া ঐতিহ্যবাহী পালকযুক্ত টুপিও পরেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী চুরাচাঁদপুরে প্রায় ৭, ৩০০ কোটির টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস করেন। এর মধ্যে রয়েছে, মণিপুর আরবান রোডস, ড্রেনেজ ও অ্যাসেট

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ মণিপুরের চুরাচাঁদপুরে প্রায় ৭,৩০০ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মণিপুরকে সাহস ও সংকল্পের ভূমি হিসেবে উল্লেখ করেন এবং বলেন, "মণিপুরের পাহাড় প্রকৃতির অমূল্য দান, যা মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রতীক।"

মোদি জানান, প্রায় ৭,০০০ কোটি টাকার প্রকল্প উদ্বোধন করা হয়েছে, যা বিশেষ করে পাহাড়ি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার উন্নতি ঘটাবে। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন সুবিধা তৈরি হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "২০১৪ সালের পর থেকে আমরা মণিপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। আজ শত শত গ্রাম সড়ক যোগাযোগের আওতায় এসেছে। নতুন নতুন জাতীয় সড়ক প্রকল্পও দ্রুত এগোচ্ছে।" তিনি জানান, এখন পর্যন্ত ৩,৭০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে জাতীয় সড়ক উন্নয়নে এবং আরও ৮,৭০০ কোটি টাকার প্রকল্প কাজ চলছে।

রেল যোগাযোগ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জিরিবাম—ইম্ফল রেললাইন প্রকল্পে ২২,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে, যা ইম্ফলকে জাতীয় রেল নেটওয়ার্কের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মণিপুর সফর নিয়ে কংগ্রেসের কটাক্ষ

'আহত রাজ্যের অপমান'

গুয়াহাটি, ১৩ সেপ্টেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মণিপুর সফরকে ঘিরে কড়া সমালোচনায় মুখর হল কংগ্রেস। দুই বছর আগে রাজ্যে জাতিগত হিংসা শুরুর পর এতদিন পেরিয়ে অবশেষে প্রধানমন্ত্রীর সফরকে "দুর্ভাগ্যজনক", "প্রহসন" এবং "আহত মানুষের প্রতি অপমান" বলে আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্র ও দলীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গে। কেরালার ওয়ানাড়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে প্রিয়াঙ্কা বলেন, "এতদিন ধরে মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন, গৃহহীন হচ্ছেন, আর প্রধানমন্ত্রী এত দেরিতে সেখানে যাচ্ছেন এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। দেশের যে কোনও অংশে দুর্দশা দেখা দিলে আগে প্রধানমন্ত্রীরা দ্রুত সেখানে গিয়েছেন। এই সফর অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল।"

অন্যদিকে, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গে এক্স (সাবেক টুইটার)-এ মোদীর তিন ঘণ্টার সফরকে "প্রহসন", "লোকদেখানো" এবং "আহত জনতার প্রতি অপমান" বলে তীব্র আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, "৮৬৪ দিন ধরে মণিপুরে হিংসা চলছে। প্রায় ৩০০ জন প্রাণ হারিয়েছেন, ৬৭,০০০ মানুষ বাস্তুচ্যুত, ১,৫০০ জনেরও বেশি আহত। এই সময়ে প্রধানমন্ত্রী ৪৬টি বিদেশ সফর করেছেন, কিন্তু মণিপুরে একবারও যাননি। তাঁর শেষ মণিপুর সফর হয়েছিল জানুয়ারি ২০২২-এ, তাও নির্বাচনের কারণে।" খড়্গে আরও বলেন, "ইম্ফল ও চূড়াচাঁদপুরে রোডশো করে তিনি রিলিফ ক্যাম্পে থাকা বাস্তুচ্যুতদের মুখোমুখি হওয়া থেকে পালাচ্ছেন।"

অমিত শাহকেও কাঠগড়ায় তুলে কংগ্রেস সভাপতি বলেন, "মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির পর প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্যর্থতা আড়াল করা হয়েছে। হিংসা বন্ধ হয়নি। আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব বিজেপির ছিল। সীমান্ত সুরক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তার দায়িত্বও কেন্দ্রের। তাতেও গাফিলতি রয়েছে।"

প্রধানমন্ত্রী মোদী বর্তমানে তিনদিনের উত্তর-পূর্ব সফরে রয়েছেন। সফরের অংশ হিসেবে মণিপুরের চূড়াচাঁদপুরে ৭,৩০০ কোটিরও বেশি মূল্যের একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস করেন তিনি। এর মধ্যে রয়েছে মণিপুর আরবান রোডস, ড্রেনেজ ও অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (৩,৬০০ কোটি), পাঁচটি জাতীয় সড়ক প্রকল্প (২,৫০০ কোটি), মণিপুর ইনফোটেক ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প, ও রাজ্যের নয়টি জায়গায় কর্মরত মহিলাদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ। এছাড়া ইম্ফলে ১,২০০ কোটির বেশি মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি এবং একটি জনসভায় ভাষণও দেন।

কৈলাসহরে বন্‌ধ চলাকালিন উস্কানি মূলক স্লোগান, মামলা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর ।। ১১ সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের ডাকা ১২ ঘণ্টার বনধকে ঘিরে ফের উত্তেজনা তৈরি হয়েছে কৈলাসহরে। বিজেপির অভিযোগ, এদিন বনধ চলাকালে কংগ্রেস কর্মীরা বিজেপি যুব মোর্চার ঊনকোটি জেলা সভাপতি অরূপ ধরের বিরুদ্ধে প্রাণহানিকর ও উস্কানিমূলক স্লোগান দেয় এবং কোর্ট চত্বর থেকে তাঁর বাড়ির উদ্দেশ্যে প্রাণনাশের হুমকিও ছোড়ে। এমনকি সামাজিক মাধ্যমেও ধারাবাহিকভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ।

শুক্রবার রাত প্রায় ৯টা নাগাদ কৈলাসহর থানার ওসি তাপস মালাকারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন অরূপ ধর। অভিযোগ দায়েরের সময় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি জেলা সভাপতি বিমল কর, ঊনকোটি জেলা বিজেপির স্পোক পার্সন দেবাশীষ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফরেনসিক ওডন্টোলজিতে রাজ্যেও দুই বছরে পিজি কোর্স চালুর দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। তদন্ত প্রক্রিয়ায় সহায়তা ও ন্যায়বিচার প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ওডন্টোলজি। তদন্তের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের পেশাগত দক্ষতাকে আরও শক্তিশালী করার গুরুত্ব রয়েছে। সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উন্নয়ন করাও খুবই প্রয়োজন। আজ গুজরাটের গান্ধীনগরে ন্যাশনাল ফরেনসিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটি''তে (এনএফএসইউ) আয়োজিত ওডন্টোলজি (দন্তবিজ্ঞান) সম্পর্কিত ২য় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। ত্রিপুরায় ন্যাশনাল ফরেনসিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটিতেও ফরেনসিক ওডন্টোলজিতে একটি ২ বছরের এমএসসি কোর্স চালু করার আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী।

সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজকের এই কার্য্যক্রমে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি খুবই খুশি ও আনন্দিত। আমি আজ এখানে ভারত

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৬ কোটি জালিয়াতি কান্ড

গ্রেপ্তার ব্যাঙ্ক ক্যাশিয়ারকে তিন দিনের পুলিশি হেপাজত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। পুর নিগমের ১৬ কোটি উধাও কাণ্ডে এক মহিলা ব্যাঙ্ক কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানার। আজ তাকে তিনদিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আদালত তিনদিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেছে।

প্রসঙ্গত, ইউকো ব্যাংকের মাসিক রিপোর্ট বের হওয়ার পর দেখা গিয়েছে চার পর্য্যায়ে আগরতলা পুর নিগমের ১৬ কোটি টাকা জালিয়াতি হয়েছে। এটা করেছে হায়দ্রাবাদের একটি তথাকথিত সংস্থা। এতে নিগমের কোন কর্মী জড়িত নেই, বলে দাবি করেছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার। পরবর্তী সময়ে পশ্চিম আগরতলা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছিল। মামলা হাতে নিয়ে তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল অর্থাৎ স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম গঠন করেছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ। অবশেষে ওই জালিয়াতিকাণ্ডে এক মহিলা ব্যাঙ্ক কর্মীকে গ্রেফতার করেছে।

এবিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ধ্রুব নাথ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, পুর নিগমের ১৬ কোটি টাকার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আর মাত্র
১৪ দিন

বাংলাদেশ সীমান্তে গুলিবিদ্ধ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। বক্সনগরের পুটিয়া সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে আহত হয়েছে এক পাচারকারী। বর্তমানে ওই যুবক জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছে।

প্রসঙ্গত, পুটিয়া সীমান্ত রাজ্যের, পাঁচার বাণিজ্যের করিডোর এবং মৃগয়া ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত। সীমান্ত তারকাটা বেড়া এলাকাগুলিতে দায়িত্বে এবং কর্তব্য রয়েছে ৪৯ ব্যাটেলিয়ান বিএসএফ জওয়ান। আজ আনুমানিক দুপুর দুইটা থেকে আড়াইটা নাগাদ পুটিয়া সীমান্তে কবীর হোসেনের সঙ্গে বিএসএফের বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ ঘটে। পাচারকারী ছিল বিএসএফ জওয়ান অনেক গুণ বেশি। প্রথমে বিএসএফের সঙ্গে ধস্তাধস্তি, পরে বিএসএফের জওয়ান আত্মরক্ষার্থে পিন রাউন্ড গুলি ছুঁড়েন। তাতে গুলিবিদ্ধ হয় কবীর হোসেন নামক

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বামীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে স্ত্রীর অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। স্বামীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের দিন সাত সকালে স্ত্রীর অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় রাজধানী শহর সংলগ্ন ঘটনা সাধুটিলা রেল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পূর্ব থানার পুলিশ এবং ডগ স্কট ও ফরেনসিক টিম।

জানা যায়, মৃত মহিলার নাম গীতা সূত্রধর বয়স আনুমানিক ২৭ বছর। চলতি মাসের গত ৯ তারিখ কোন একটি দুর্ঘটনায় তার স্বামীর মৃত্যু হয়। তার স্বামী ওএনজিসিতে লেবারের কাজ করতেন। আজ তার স্বামীর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা,১৪ সেপ্টেম্বর,২০২৫ ইং
২৮ ভাদ্র, রবিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ভারত কোথায় দাঁড়াইয়া ?

গণতন্ত্রই সমৃদ্ধি ও ন্যায় বিচারের অন্যতম পন্থা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যতীত জনগণ কোনোভাবেই ন্যায়বিচার আশা করিতে পারেন না। সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতে ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করিতে বিচার ব্যবস্থা সর্বদা সচেষ্ট। আমাদের সমাজে বহুদিন ধরিয়া একটি প্রশ্ন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে গণতন্ত্র আসলে কতটা কার্যকর? গণতন্ত্র কি সত্যিই নাগরিকদের সমৃদ্ধি, আর্থিক উন্নতি ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করে, নাকি একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাই দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি আনিয়া দেয়? ভারত দু'টি সূচকেই গড়ের নিচে অবস্থান করিতেছে। ফ্রিডম ইনডেক্সে ভারতের স্কোর ৬১.৭, যাহা বিশ্বব্যাপী ১৬৪ দেশের মধ্যে ৯৫তম। প্রসপারিটি ইনডেক্সে ভারতের স্কোর ৫৫.৬, যাহা একই তালিকায় ১১১তম। অর্থাৎ, ভারত বর্তমানে 'কম স্বাধীন' ও 'কম সমৃদ্ধ' দেশগুলির কাতারেই রহিয়াছে।সবচেয়ে চিন্তার বিষয়, ২০১৪ থেকে ২০২৪-এর মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্কোর ১৪ পয়েন্ট হ্রাস পাইয়াছেযাহা বিশ্বে অন্যতম বড় পতন। বিশ্বের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সামগ্রিক নিম্নগতি মূলত ভারতের মতো বৃহৎ জনসংখ্যার দেশগুলির পরিস্থিতির কারণে আরও প্রকট হইয়াছে। বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক অধিকারযেমন সংগঠনের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং নিরপেক্ষ তথ্যপ্রাপ্তিএই ক্ষেত্রে ভারতের অবনতি সবচেয়ে বেশি।প্রসপারিটি ইনডেক্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হইলো সংখ্যালঘুদের অবস্থা। ভারতে এই সূচকে দীর্ঘদিন ধরিয়া স্কোর কম ছিল, তবে ২০১৮ থেকে আরও অবনতি দেখা গেছে। বর্তমানে ভারতের স্কোর নামিয়া আসিয়াছে ৪৭.৪-এ। ধর্ম, জাত, ভাষা ও লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য বৃদ্ধির প্রভাব এখানে স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।আইনের শাসন সমৃদ্ধির সঙ্গে সবচেয়ে গভীরভাবে সম্পর্কিত। ভারতে আইনগত স্বাধীনতার সূচক গত দুই দশকে কিছুটা উন্নতি করিয়াছে, তবে নাগরিক বিচারব্যবস্থার ব্যয়বহুল ও জটিল প্রক্রিয়া এবং ফৌজদারি বিচারের দীর্ঘসূত্রতা এখনো গুরুতর সমস্যা হইয়া রহিয়াছে।অ্যাটলান্টিক কাউন্সিল একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলিয়া ধরিয়াছেগণতন্ত্র দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক উন্নতির শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করে। গবেষণা অনুযায়ী, কোনও দেশ গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হইলে ২০ বছর পর তাহার মাথাপিছু আয় গড়ে ৮.৮ু বেশি হয় স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার তুলনায়। অর্থাৎ, তাৎক্ষণিক উন্নতির প্রতিশ্রুতি না থাকিলেও গণতন্ত্র দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।বিশ্বজুড়িয়া স্বাধীনতার চিত্রও সুখকর নয়। ডেনমার্ক যেখানে স্বাধীনতার সূচকে সর্বোচ্চ ৯৩.৮ স্কোর করিয়াছে, আফগানিস্তান সেখানে সর্বনিম্ন ১৬.৯। গত ১২ বছরে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক স্বাধীনতা ক্রমশ নিম্নগামী, আর কোভিড-১৯ মহামারির সময় সেই পতন আরও দ্রুত হইয়াছে। ২০২৪ সালেযাহা বহু দেশের জন্য নির্বাচন-বর্ষ ছিলতবুও স্বাধীনতার অবনতি চলিতে থাকিয়াছে। উন্নত দেশগুলিকে গণতান্ত্রিক অবক্ষয়ের হুমকি গুরুত্ব সহকারে নিতে হইবে। কারণ এর দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিণতি ভয়াবহ হইতে পারে।উন্নয়নশীল দেশগুলিকে অবশ্যই রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও আইনের শাসনকে মজবুত করিতে
হইবে, যাহাতে অর্থনৈতিক মুক্তির অর্জিত সুফল দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হয়। ভারতের জন্য বার্তা সুস্পষ্ট। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ খোলা থাকিলেও রাজনৈতিক স্বাধীনতার অবক্ষয় ও সংখ্যালঘুদের অবস্থা দেশকে পিছাইয়া দিয়াছে। স্বাধীনতা হয়তো তাৎক্ষণিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করে না, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে সমৃদ্ধি ও ন্যায়সঙ্গত উন্নয়নের একমাত্র পথ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাই।

রুদ্রসাগরকে ঘিরে এই এলাকার মানুষের প্রত্যাহিক জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি নীরমহল জল উৎসব: উচ্চশিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর: নীরমহল জল উৎসব হল রুদ্রসাগরকে ঘিরে এই এলাকার মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি। নীরমহল কেবলমাত্র রাজকীয় স্থাপত্য নয়, এটি এই রাজ্যের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যকে বহন করছে। এই প্রাসাদটি এবং রুদ্রসাগর এই এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার মানোন্নয়নেও সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। মেলাঘরের রাজঘাটে তিনদিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী নীরমহল জল উৎসবের আজ উদ্বোধন করে একথা বলেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মণ।

ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, সিপাহীজলা জিলা পরিষদ, মেলাঘর পুর পরিষদ এবং সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে তিনদিনব্যাপী নীরমহল জল উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। বক্তব্য রাখতে গিয়ে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মণ রুদ্রসাগর এলাকায় বসবাসরত তপশিলিজাতি অংশের মানুষের সাথে নীরমহলের নিবিড় যোগাযোগের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শুধুমাত্র পর্যটনের বিকাশ ঘটানোর জন্যই এই উৎসব নয়, তার সঙ্গে এই এলাকার মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছে। উচ্চশিক্ষামন্ত্রী নীরমহল জল উৎসবের সাফল্য কামনা করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি পিন্টু আইচ, বিশিষ্ট সমাজসেবী উত্তম দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রশান্ত বাদল নেগি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেলাঘর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনামিকা ঘোষ পাল রায়। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এমডিসি পদ্মলোচন ত্রিপুরা, মেলাঘর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন গুরুপদ রায়, সোনামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক রাজু দেব, রুদ্রসাগর উদবাস্তু মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সম্পাদক পরমেশ্বর দাস, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উপ অধিকর্তা পাঞ্চালী দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন স্থানীয় শিল্পীগণ।

২৫ লক্ষ টাকার ইয়াবা সহ আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ১২ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরার রাজ্যের উত্তর জেলার কদমতলা কুর্তি বিধানসভার চুড়াইবাড়ি রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে প্রায় ২৫ লাখ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ এক যুবককে আটক করেছে চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে চুরাইবাড়ি থানার টিম সহ গোয়েন্দা বিভাগের কর্মীরা শুক্রবার বিকেলে বিশেষ অভিযান চালায়। ওই সময় প্রেমতলা দিক থেকে চুরাইবাড়ির উদ্দেশ্যে আসা নাজিম উদ্দিন (৩৭) পিতা আব্দুল সত্তার নামের এক যুবককে আটক করা হয়। তার বাড়ি কদমতলা থানার তারাকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ড এলাকায়।পুলিশ জানায়, অভিযুক্তের হাতে থাকা বাজারের ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে পাঁচটি প্যাকেটে মোট ১০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়।

জব্দকৃত মাদকের কালোবাজারি মূল্য প্রায় ২৫ লাখ টাকা।ঘটনার বিষয়ে চুরাইবাড়ি থানার অফিসার-ইন-চার্জ দেবব্রত বিশ্বাস জানান, ফরেনসিক টিম ও ডিসিএম এর উপস্থিতিতে ইয়াবাগুলো জব্দ করা হয়েছে। অভিযুক্তকে আটক করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। পাশাপাশি তদন্তে খতিয়ে দেখা হবে এই পাচারচক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত।পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, আসাম থেকে ত্রিপুরায় পাচারের উদ্দেশ্যে এই বিপুল পরিমাণ ইয়াবা আনা হচ্ছিল।

চন্দ্রপ্রভা শইকীয়ানী ব্যতিক্রমী ও প্রতিবাদী নারী প্রতিভা

চন্দ্রপ্রভা শইকীয়ানী ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী, সমাজসেবী ও সাহিত্যিক। তিনি ছিলেন অসমের নারীবাদী আন্দোলনের পথপ্রদর্শক। ১৯৭২ সালে পেয়েছিলেন পদ্মশ্রী সম্মান। আর সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন ১৯৯৬ সালে তাঁর 'অভিযাত্রী' উপন্যাসের জন্য। ২০০২ সালে ভারতের ডাক ও তার বিভাগ তাঁর সম্মানে একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে। চন্দ্রপ্রভার জন্ম ১৯০১ সালের ১৬ মার্চ এবং প্রয়াণ ১৯৭২ সালের ১৬ মার্চ। অসমের এই ব্যতিক্রমী নারীপ্রতিভাকে তাঁর জন্ম ও মৃত্যুদিনে স্মরণ করলেন সজল দে আধুনিক সময়কালের ভারতীয় হিসেবে অনুসরণযোগ্য মানুষ ও আইডিয়ার সন্ধানে আমরা সাধারণত দেশের তথাকথিত মূল ভূখণ্ডের বাইরে, বিশেষত উত্তর-পূর্ব ভারতে, যাবার কথা ভাবি না। অথচ ইতিহাস খনন করে দেখলে ওই অঞ্চলে একাধিক স্মরণীয় কীর্তির মানুষের দেখা মিলবে। অসমের প্রত্যন্ত গ্রামে গত শতাব্দীর একেবারে শুরুতে এমন একজন নারী জন্মেছিলেন, যাঁর জীবন ও কর্ম তাঁকে অবিসংবাদিত নেত্রীতে পরিণত করেছিল। আরও অনেকের মতোই তাঁর নাম হয়তো তেমন পরিচিত নয় সাধারণ বঙ্গভাষী মানুষের মধ্যে, তবে তাতে তাঁর গুরুত্ব কোনওমতে ক্ষুণ্ণ হয় না। নাম তাঁর চন্দ্রপ্রভা শইকীয়ানী। চন্দ্রপ্রভা সম্বন্ধে অনেক বিস্ময়কর তথ্যের একটি হল, তাঁর জন্ম (১৯০১) ও মৃত্যু (১৯৭২) উভয়ই ঘটেছিল একই তারিখে ১৬ মার্চ। তবে এটিকে নেহাতই একটি আপতিক ঘটনা বলে ধরে নিলেও, অবশিষ্ট বিস্ময়গুলি সৃষ্টির পেছনে এই সাহসী নারীর অনেক লড়াই, কষ্টস্বীকার ও ত্যাগের কাহিনি রয়েছে। তিনি ছিলেন একাধারে স্বাধীনতা-সংগ্রামী, নারীমুক্তি আন্দোলনের নেত্রী, সমাজ-সংস্কারক ও সাহিত্যসেবী। একশো বছর আগে একটি পশ্চাদপদ অঞ্চল থেকে উঠে এসে তিনি যে-সমস্ত সংস্কারের সূচনা করে গিয়েছিলেন, স্পষ্টতই তার সবগুলি এখনও সম্পূর্ণ করা যায়নি। তাঁর কাজ ও কাহিনি, অতএব, আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

জন্মেছিলেন অসমের কামরূপ জেলার অখ্যাত গ্রাম দৈশিঙ্গরিতে, পিতা গ্রামের মোড়ল রাতিরাম মজুমদার। জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হয়েছিল চন্দ্রপ্রিয়া। যে-কালে আসামে নারীশিক্ষার প্রচলন ছিল প্রায় নগন্য, সে-সময়ে রাতিরাম ও তাঁর স্ত্রী গঙ্গাপ্রিয়া পুত্রদের পাশাপাশি কন্যাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করেছিলেন। গ্রামে কোনও বিদ্যালয় না থাকায় দুই বোন চন্দ্রপ্রভা ও রামেশ্বরী তিহুর কাছে মাসির বাড়ি ভালুকি গ্রামে গিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সেখানকার পড়া শেষ করে ফিরে এলে রাতিরাম কন্যাদের নিকটবর্তী কাঁঠালগুড়ি গ্রামস্থিত বালকদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন, কারণ গোটা অঞ্চলে কোথাও মেয়েদের জন্য কোনও মিডল স্কুল ছিল না।

প্রথমত মেয়ে হয়ে জন্মে পড়াশুনা করা, দ্বিতীয়ত ছেলেদের বিদ্যালয়ে পড়তে যাবার জন্য নিয়মিত উপহাস ও সমালোচনা শুনতে হত দুই ভগিনীকে। তার ওপর অত্যন্ত কষ্ট করে পায়ে হেঁটে কাদা-মাটি-জল-জোঁকের ঝঞ্ঝাট পেরিয়ে এতদূর যাবার শারীরিক গ্লানি ছিল। এই সব মিলিয়ে একসময় পড়াশোনা ত্যাগ করতে বাধ্য হন দুজনে। কারও কারও মতে এইসময় চন্দ্রপ্রিয়াকে উলুয়া গ্রামের এক বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু ওই ব্যক্তির সঙ্গে সংসার করতে অস্বীকার করে পিতার গৃহে ফিরে আসেন তিনি। আবার কারও মতে তিনি এই বিবাহ করতে কোনওমতে রাজি হননি। এটা ছিল চন্দ্রর প্রথম প্রতিবাদী পদক্ষেপ, যা তাঁর পিতাও মেনে নিয়েছিলেন। পরবর্তী পর্বে দেখা গিয়েছিল যে, চূড়ান্ত কঠিন সময়েও, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও পিতা চন্দ্রর হাত ছাড়েননি। এই সমর্থনটুকু মানুষের জীবনে অত্যন্ত জরুরি, যার অভাবে অনেক সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটে থাকে। পরে যখন প্রয়োজনের তাগিদে সাইকেলে চড়ে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরেছেন চন্দ্র, তখনও তাঁর সমালোচনা কম হয়নি নারী হয়ে সাইকেল চালানোর জন্য। তবে তাতে চন্দ্রপ্রভার মতো বিদ্রোহী আত্মাকে দমন করা যায়নি।

মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব ওই বয়সেই সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন চন্দ্র, নিকটবর্তী গ্রাম অকয়াতে তিনি তাই ছোটো বালিকাদের জন্য একটি বিদ্যালয় খুলে বসেন, নিজেই সেখানে বিনা-বেতনের শিক্ষক হন। সেটা ১৯১৩ সাল, শিক্ষিকার বয়স মাত্র বারো-তেরো। ক্রমে বিদ্যালয়টি বরপেটা লোক্যাল বোর্ডের অধীনে চলে আসে এবং শিক্ষিকার জন্য ছয় টাকা বেতন ধার্য হয়। চন্দ্রর নিজের পায়ে দাঁড়ানোর, নিজস্ব উপার্জনের প্রথম পর্ব ছিল এই ঘটনা। এই শিক্ষকতা চলাকালীন বিদ্যালয় পরিদর্শক নীলমণি বরুয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তাঁর আনুকূল্য লাভ চন্দ্রর জীবনের অগ্রগতিতে সহায়ক হয়। তাঁরই পরামর্শে ও সুপারিশের জোরে চন্দ্রপ্রিয়া ও রামেশ্বরী নগাঁও মিশন স্কুলে গিয়ে ভর্তি হন ১৯১৫ সালে; প্রয়োজনীয় স্কলারশিপের ব্যবস্থাও তিনি করে দেন। এই বিদ্যালয়টি আমেরিকান ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত হত, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যারা যুগপৎ শিক্ষাদান ও খ্রিস্টধর্ম প্রচারের কাজ করে চলছিল। সেখানে দুই ভগিনীর নাম পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় চন্দ্রপ্রভা ও রজনীপ্রভা দাস, আরও পরে চন্দ্রর পদবী হয়ে দাঁড়াবে শইকীয়ানী। এই রজনীপ্রভাই পরে আধুনিক অর্থে অসমের প্রথম মহিলা ডাক্তার হিসেবে পরিচিত হবেন, এবং চন্দ্রপ্রভার পরিচিতি আরও ব্যাপক আকার নেবে ক্রমে। তবে রজনীপ্রভার বিবাহ-পরবর্তী জীবন জটিল হয়ে পড়ে, তিনি দীর্ঘদিন বাঁচেননি।

দুই বছর নগাঁওয়ের স্কুলে পড়তে হয়েছিল তাঁদের, সেখানেই জনসমক্ষে চন্দ্রপ্রভার প্রতিবাদী সত্তার স্ফূরণ দেখতে পাওয়া যায় প্রথম বারের মতো। কতই বা বয়স তাঁর তখন, মাত্র চোদ্দ-পনেরো বছর! খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলে হিন্দু ছাত্রীদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহারের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল চন্দ্রপ্রভার গলায়। ওখানে বাইবেল ক্লাসের জন্য সদ্য নির্মিত একটি ঘরে সাধারণত হিন্দু মেয়েদের থাকতে দেওয়া হত। ওই ঘরটি সম্পূর্ণ ভর্তি হয়ে যাবার পর নতুন একটি হিন্দু মেয়ে যখন এল, তাকে বলা হল গুদামঘরে গিয়ে থাকতে। ঘরটি ছিল ছোটো, অন্ধকার এবং অপরিচ্ছন্ন; একেবারেই বাসের যোগ্য ছিল না। মেয়েটির হয়ে এই ব্যবস্থায় আপত্তি জানান চন্দ্রপ্রভা। তার উত্তরে মিস লং নাম্নী শিক্ষিকা বলেছিলেন, 'তোমরা ভারতীয়রা তো এর থেকেও ছোটো এবং আরও বিচ্ছিরি কুটির আর কুঁড়েঘরে থাকো!' বিদেশি মিশনারি কর্তৃক এই অপমান এবং ভেদভাব চন্দ্রপ্রভা মেনে নেননি। তিনি গর্জে উঠেছিলেন, 'আমরা কেউ এমন জঘন্য ঘরে বাস করি না, আর আমাদের কেউই ওই ঘরে থাকবে না।' চন্দ্রর নেতৃত্বে সমস্ত মেয়ে ওই ঘরটিতে থাকতে অস্বীকার করল। শেষে জয় হল ছাত্রীদের সম্মিলিত প্রতিবাদের। স্কুলজীবনের এই সাফল্য লড়াকু নেত্রী হিসাবে চন্দ্রপ্রভার ভবিষ্যৎ পথরেখার সূচনাবিন্দু ছিল বলা যেতে পারে। তিনি পরে লিখেছেন মিশন স্কুলে পড়তে আসা খ্রিস্টান মেয়েদের প্রয়োজনীয় বস্ত্র, কাগজ, পেন্সিল ইত্যাদি বিনামূল্যে দেওয়া হত বিদ্যালয় থেকে; কিন্তু হিন্দু মেয়েদের কাছ থেকে সে-সবের জন্য অর্থ নেওয়া হত। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধেও চন্দ্রপ্রভাকে প্রতিবাদ করতে হয়েছিল।

ঔপনিবেশিক অসমে সামাজিক ও ধর্মীয় অপর, এবং নারী ও নিম্নতর জাতির মানুষের প্রতি বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য এবং বঞ্চনার ঘটনা ছিল অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। এইসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠনে তাঁকেই এগিয়ে আসতে হয়েছিল। অনেকেই হয়তো বৈষম্যের স্বরূপ বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সোচ্চার হবার সাহস সবার থাকে না। চন্দ্রপ্রভার সেই মনোবল ছিল, যা তাঁকে অগ্রপথিকের স্থান দেয়। চন্দ্রর প্রচেষ্টার ফলে ১৯১৭ সালে নগাঁও মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর নর্মাল স্কুল ট্রেনিং শেষ করার পর তাঁকে তেজপুর মিডল স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ করা হয়, সেটা ১৯১৮। তেজপুরে থাকাকালীন তাঁর নারীবাদী ও দেশপ্রেমিক চেতনা পরিপক্ক হতে থাকে, একই সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ পর্ব ছিল এটি। তেজপুরে থাকাকালীন অমিয়কুমার দাস, চন্দ্রনাথ শর্মা, জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা প্রমুখ জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে চন্দ্রপ্রভার বিকাশ হতে থাকে। জ্যোতিপ্রসাদের অনুরোধে তিনি অসম ছাত্র সম্মিলনের মেয়েদের শারীরিক কসরৎ শেখাতে থাকেন। অমিয়কুমার দাসের কথায় তিনি ওই সম্মিলনের চতুর্থ বাৎসরিক সভায় আফিমের মতো ক্ষতিকর নেশা নিষিদ্ধ করার দাবির সমর্থনে বক্তৃতা দেন। এইরকম প্রকাশ্য জনসভায় একটি সতেরো বছরের মেয়ের ওই তীব্র বক্তৃতাটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে থাকল ঔপনিবেশিক অসমের ইতিহাসে, এর আগে কোনও মহিলা জনসমক্ষে বক্তব্য রাখেননি। ওই সম্মিলনের সভাপতি হিসেবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মেয়েদের শিক্ষালাভের বিষয়ে যে-বক্তব্য রেখেছিলেন, সেটি চন্দ্রকে বেশ প্রভাবিত করেছিল।

১৯১৯ সালে অসম সাহিত্য সভার অধিবেশনে আরেকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন চন্দ্রপ্রভা। তাতে তিনি দেশসেবা ও দেশের কল্যাণের জন্য ত্যাগস্বীকার করার জন্য জনতাকে আহ্বান জানান। ওই একই বছর তিনি কিরণময়ী আগরওয়ালার সঙ্গে মিলে তেজপুর মহিলা সমিতি গঠন করেন। সেই সমিতি অসমে প্রথমবারের মতো মহিলাদের পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে অবস্থান ঘোষণা করে। এমন নয় যে অসমে চন্দ্রপ্রভারাই প্রথম মহিলা সমিতি ধারণার উদ্ভব ঘটান। এর আগেই ১৯১৫ সালে হেমপ্রভা দাসের নেতৃত্বে ডিব্রুগড়ে মহিলা সমিতি স্থাপিত হয়। কিন্তু সেখানে শহরস্থ উঁচু শ্রেণির ভদ্রমহিলারা শিক্ষাসংস্কৃতি ও গান-বাজনা ইত্যাদি নিয়ে কথাবার্তা বলতেন। সেটিকে তৃণমূল স্তরে নিয়ে যাওয়া ও সামাজিক সংস্কারের কাজে ব্যবহার করার তেমন কোনও প্রচেষ্টা ছিল না।

এরপর চন্দ্রপ্রভার জীবনে দুটি মোড়-ঘোরানো ঘটনা ঘটল। একটি ছিল ১৯২১ সালে মোহনদাস গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং কথাবার্তা। গান্ধী প্রথমবারের মতো অসমে এসে তেজপুর ভ্রমণ করেন এবং পোকিতে আগরওয়ালদের আবাসে আতিথ্য নেন। সেখানেই উদীয়মান ও সম্ভাবনাপূর্ণ সমাজকর্মী হিসেবে তাঁর সঙ্গে গান্ধীর একান্ত আলাপচারিতা হয়। গান্ধী তাঁকে নারীদের সংগঠিত করা ও তাঁদের সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একনিষ্ঠভাবে কাজ করার পথনির্দেশ করেন। চন্দ্রপ্রভার অনুরোধে গান্ধী পরের দিন শহরের বেঙ্গলি থিয়েটারে তেজপুর মহিলা সমিতির সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন, বিদেশি পণ্য বর্জনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। এইভাবে ধীরে ধীরে জাতীয় রাজনীতির অংশ হয়ে ওঠেন চন্দ্রপ্রভা। এই অধ্যায়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অথচ জটিল ঘটনা ছিল চন্দ্রপ্রভার প্রেমজীবন। ১৯২১ সালেই তরুণ অসমিয়া লেখক দণ্ডীনাথ কলিতার সঙ্গে চন্দ্রপ্রভার প্রেম ও পরিণয়ের সম্পর্ক তৈরি হয়। কিন্তু পরে সামাজিক চাপের মুখে দণ্ডীনাথ নিচু জাতের এক নারীকে বিবাহিতা স্ত্রীর সম্মান দিতে অসম্মতি জানান। ইতিমধ্যে চন্দ্রর গর্ভে দণ্ডীনাথের সন্তান এসেছে, সেটিকে নষ্ট করতে রাজি ছিলেন না তিনি। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তিনি বাড়ি ফিরে যান। এই কঠিন সময়ে চন্দ্রর পিতামাতা তাঁকে কাছে টেনে নেন, ১৯২২-এ পিতৃগৃহে নির্বিঘ্নে পুত্রসন্তান অতুলের জন্ম হয়। একক মা হিসেবে চন্দ্রর ব্যক্তিগত সংগ্রাম শুরু হয়। ক্রমে সেই অতুল শুধু একজন মানুষ হয়েই ওঠেননি, একাধিক জায়গায় শ্রমিকদের সংগঠিত করেছেন ও তাঁদের আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। পরে, ১৯৭২ সালে স্বাধীন ভারতের অসম রাজ্যের একজন বিধায়ক হিসেবেও নির্বাচিত হন অতুল।

ক্রমশ ঃ

নেহরুর প্রাসঙ্গিকতা

পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায়

কী চমৎকারভাবে নেহরু নিজেকে এবং দেশের মানুষকে গণতন্ত্র এবং নাগরিক মুক্তির সঙ্গে আপস করার বিরুদ্ধে সতর্ক করছেন! আর এখন, দুর্ভাগ্যবশত, যে কোনও বিরোধিতার থেকে "মুক্তি"-কে লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে- "কংগ্রেস মুক্ত", "ল্যুটিয়েন্স দিল্লি মুক্ত", "বাম-উদারপন্থী মুক্ত", "আন্দোলনজীবী/পরজীবী মুক্ত", "স্বাধীনভাবে চিন্তাশীল বিশ্ববিদ্যালয় যেমন জেএনইউ মুক্ত", "এনজিও মুক্ত", "অ্যামনেস্টি ইন্ডিয়া মুক্ত", "মানবাধিকার সংগঠন মুক্ত" করে "ভারত"কে মুক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। কোথায় নেহরুর "ভারত ভাবনা"?

গত বছর প্রকাশিত হয়েছে আদিত্য মুখার্জি'র লেখা গ্রন্থ, 'নেহরু'স ইন্ডিয়া (দি মোস্ট ডেফিনিটিভ বুক অন জওহরলাল নেহরু): পাস্ট, প্রেজেন্ট ও ফিউচার'। লেখক জওহরলাল নেহরু - বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। নেহরু মারা যাবার ছয় দশক পরে তাঁকে নিয়ে লেখার নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য আছে এবং তা শিরোনামেই পরিষ্কার। বর্তমানে ১৯১৪ সাল থেকে এক রাজনৈতিক জমানায় আমরা বাস করে যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছি, সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের হয়ত কিছু শেখবার আছে নেহরুর কাছ থেকে। তা নিয়েই লেখক তাঁর সুগভীর এবং সুচিন্তিত ভাবনা আমাদের সঙ্গে বন্টন করে নিয়েছেন।

নেহরু'র ''ভারত ভাবনা'' (সার্বভৌমতা, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, দরিদ্র- বান্ধব নীতি এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি) আজ বিপদাপন্ন। সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি ইতিহাস শিক্ষার আদল বদলে দিয়েছে এবং ইতিহাস শিক্ষাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। এই শক্তিগুলি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি, বরং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। প্রধানমন্ত্রীত্বকালীন নেহরুর সমস্ত যুগান্তকারী কাজকে এখন দানবীয় চেহারা দেওয়া হচ্ছে। তাঁর সম্বন্ধে সমস্ত রকমের মিথ্যা এবং অবমাননা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। নেহরুকে অতীতের সমস্তরকমের সমস্যার জন্য কাঠগড়ায় দাঁড় করান হচ্ছে ভারত বিভাজন, পাকিস্তান সমস্যা, চিন সমস্যা, কৃষিক্ষেত্রের সংকট, কাশ্মীর সমস্যা, শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যা, দারিদ্রের বিদ্যমানতা- দেশের বর্তমান প্রায় সমস্যার জন্য। নেহরু বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্য একটি ব্যাপক ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে, যেখানে নেহরুকে বলা হয়েছে ''ভারতের শেষ বড়লাট''। সবকিছুই নেহরু নিন্দার চরম নিদর্শন। নিন্দা এমন এক চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে যে আরএসএস-এর একটি পত্রিকাতে এক বিজেপি নেতা লিখেছেন, 'নাথুরাম গডসের নেহরুকেই গুলি করা উচিত ছিল'। বিদ্যালয়ের পাঠক্রম থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে নেহরুর নামই তুলে নেওয়া হয়েছে। সবশেষে আশ্চর্য লাগে যে প্রচার করা হচ্ছে গান্ধী হত্যার প্রাথমিক বিচারকালে গৃহমন্ত্রী সদার প্যাটেলের অনুমোদনক্রমে ষড়যন্ত্রী হিসেবে নেহরুর নাম রাখা হয়েছিল। মনে
পড়ে যায় চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কথা, স্তালিনের জমানায় বিরোধীদের নৃশংসভাবে দমনের কথা। এইসব নিন্দার প্রতিবাদ করতে গিয়ে লেখক সুবিন্যস্ত ভাবে তাঁর গ্রন্থকে সাজিয়েছেন। নেহরু অবমাননার সম্পূর্ণ চিত্রটি পরিবেশনের পরে তিনি তাঁর অধ্যায়গুলি সাজিয়েছেন এইভাবে- নেহরু এবং ইতিহাসচর্চা, নেহরু এবং তাঁর ভারত ভাবনা, সাম্প্রদায়িকতার চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে নেহরু, গণতন্ত্রের নির্মাণ, অর্থনৈতিক উন্নতি, দরিদ্র মানুষের উপর দৃষ্টি রাখা এবং সবশেষে বিজ্ঞানমনস্ক মনন। প্রতিটি বিষয় নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে তিনি বর্তমান সাম্প্রদায়িক শক্তির আনা অভিযোগগুলি খণ্ডন করেছেন।

নেহরু যখন মারা যান তখন যাঁদের বয়স ছিল ২৫ তাঁরা এখন অশীতিপর বা মৃত। পরে যারা জন্মেছেন তাঁরা নেহরুকে নিয়ে আদৌ চর্চা করার সুযোগ পেয়েছেন কি না জানি না। একমাত্র শিক্ষার্থীরা জেনেছেন, তাও গ্রন্থ থেকে। এমত অবস্থায় আমি নেহরু সম্পর্কে অজ্ঞ বর্তমান প্রজন্মের কাছে গ্রন্থটি থেকে এমন কিছু উদ্ধৃতি দেব যা থেকে তাঁরা অন্তত বইটির গুরুত্ব বুঝতে পারবেন। নেহরুর প্রথম কীর্তি ১৯৪৬ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত অন্তর্বর্তিকালীন এবং স্বাধীনতা পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশকে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের দোরগোড়ার পৌঁছে দেওয়া। সাম্প্রদায়িক হিংসা, শরণার্থী সমস্যার মধ্যে এক বিশাল বৈচিত্র্যময় দেশের কাছে এই পাঁচ বছর ছিল এক উত্তরণ এবং চূড়ান্ত সংগ্রামের সময়। এই কাজ অন্য কোনও প্রধানমন্ত্রীকে করতে হয়নি। নির্বাচনের ঠিক আগে ১৯৫১ সালের ২ অক্টোবর তিনি বিবৃতি দেন: সাম্প্রদায়িক শক্তিকে কোন ভাবেই মাথা চাড়া দিতে দেওয়া হবে না। সরকারের ভিতরে বা বাইরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেলা পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে যাবেন। ১৯৫২ সালের নির্বাচন তারই সাক্ষ্য বহন করে। নেহরু বারবার বলেছেন, ভারতের মত বহুভাষা, বহুধর্মের দেশে কোন একনায়ক বা শক্তিমান মানুষের আবির্ভাব কাম্য নয়। পরপর দুবার কংগ্রেসের সভাপতি থাকার সময়ে তিনি ''চাণক্য'' ছদ্মনামে ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে এক জনপ্রিয় পত্রিকাতে 'রাষ্ট্রপতি' বা 'প্রেসিডেন্ট' শিরোনামে লিখেছিলেন। মহৎ এবং উত্তম কাজ করার ক্ষমতাসম্পন্ন জওহরলাল নেহরুর মতো মানুষ গণতন্ত্রের পক্ষে নিরাপদ নয়...। এক সামান্য চ্যুতি ঘটলেই জওহরলাল ধীরগতির গণতন্ত্রকে ছুঁড়ে ফেলে এক একনায়কে পরিণত হবেন। তিনি তখনও হয়ত গণতন্ত্র ও সমাজবাদের ভাষা এবং স্লোগান ব্যবহার করবেন। কিন্তু আমরা জানি কীভাবে ফ্যাসিবাদ এই ভাষার উপর নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে...। এক একনায়ক হবার মত সব বৈশিষ্ট্যই তাঁর মধ্যে
আছে- বিশাল জনপ্রিয়তা, এক সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করার প্রবল ইচ্ছা, জীবনীশক্তি, গর্ব, সাংগঠনিক ক্ষমতা, সামর্থ, কাঠিন্য এবং সমস্ত জনতার ভালবাসা নিয়ে, অন্যদের প্রতি অসহিষ্ণুতা এবং দূর্বল এবং অদক্ষের প্রতি ঘৃণা...। সমস্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করার প্রতি সর্বশক্তিমান ইচ্ছা, তাঁর অপছন্দের সবকিছুকে মুছে ফেলা এবং নতুন করে গড়ে তোলা, ধীরগতির গণতন্ত্রকে খুব বেশিক্ষণ পরিপোষণ করতে পারবে না...। সীজারবাদ সর্বদাই দোরগোড়ায়, আর এটা কি সম্ভব নয় যে জওহরলাল নেহরু নিজেকে সীজার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবেন?'

কী চমৎকারভাবে নেহরু নিজেকে এবং দেশের মানুষকে গণতন্ত্র এবং নাগরিক মুক্তির সঙ্গে আপস করার বিরুদ্ধে সতর্ক করছেন। আর এখন, দুর্ভাগ্যবশত, যে কোনও বিরোধিতার থেকে ''মুক্তি''-কে লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে-''কংগ্রেস মুক্ত'', ''ল্যুটিয়েনস দিল্লি মুক্ত'', ''বাম-উদারপন্থী মুক্ত'', ''আন্দোলনজীবী। পরজীবী মুক্ত'', ''স্বাধীনভাবে চিন্তাশীল বিশ্ববিদ্যালয় যেমন জেএনইউ মুক্ত'', ''এনজিও মুক্ত'', ''অ্যামনেস্টি ইন্ডিয়া মুক্ত'', ''মানবাধিকার সংগঠন মুক্ত'' করে 'ভারত'কে মুক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। কোথায় নেহরুর ''ভারত ভাবনা''? সবশেষে নেহরু মারা যাবার পরে বর্তমান শাসক দলের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ি'র শোকবার্তা তুলে ধরব, যা বইটিতে উল্লিখিত হয়েছে-
'সংসদের ক্ষতি অপূরণীয়। এমন আবাসিক তিন মুমূর্তি ভবন আর পাবে না। এমন প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব, এমনকি বিরোধীদের একসঙ্গে নিয়ে চলার মনোভাব, পরিশীলিত ভদ্রতা, মহত্ব, আমরা হয়ত অদূর ভবিষ্যতে আর দেখব না। মতের বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁর মহান আদর্শ, তাঁর সততা, দেশের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এবং তাঁর অদম্য সাহসকে আমাদের সম্মান না জানিয়ে উপায় নেই।'

মাত্র ১০৪ পৃষ্ঠার মধ্যে নেহরুকে নতুন করে জানবার এবং বিশেষ করে বর্তমান সরকারকে (অমর্ত্য সেন একে 'সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদ' বলে অভিহিত করেছেন) নেহরুর আয়নার দেখার এক অমূল্য সুযোগ করে দিয়েছেন ঐতিহাসিক আদিত্য মুখার্জি। ভূমিকা লিখেছেন ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

জুলাই সনদে সইয়ে দ্বিধা জামায়াত এনসিপি, বিএনপি এগোচ্ছে

জাকির হোসেন, ঢাকা, ১৩ সেপ্টেম্বর: বিএনপি জুলাই সনদে সই করতে প্রস্তুত হলেও জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ও আরও কয়েকটি দল এখনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। তাদের দাবিসনদের স্পষ্ট আইনি কাঠামো না থাকলে এতে সই করলে কার্যকর ফল মিলবে না।

বিএনপি সূত্র জানায়, শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে রাত সোয়া ন'টা অবধি বৈঠকে সইয়ের সিদ্ধান্ত হয়। মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠানোর কথা। বৃহস্পতিবার ঐকমত্য কমিশন দলগুলোর কাছে চূড়ান্ত সনদ পাঠিয়ে জানায়, এতে সবার মতামত প্রতিফলিত হয়েছে। রবিবার বিশেষজ্ঞ ও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক হবে, প্রয়োজনে সোমবারও আলোচনা চলবে।

জামায়াত বৈঠক শেষে জানিয়েছে, অভ্যন্তরীণ পরামর্শ শেষে সিদ্ধান্ত হবে। সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আজাদ বলেন, "আলোচনা চলছে, শিগগির সিদ্ধান্ত নেব।"

এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাবেদ রাসিন বলেন, "কমিশন যদি বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারের ওপর দেয়, তাহলে বিষয়টি সংসদে গিয়ে আটকে যাবে। দলীয় ফোরামে সিদ্ধান্ত হবে।"

ইসলামী আন্দোলনের প্রেসিডিয়াম সদস্য আশরাফ আলী আকন জানালেন, অন্তর্বর্তী সরকারের আইনি নিশ্চয়তা ছাড়া তারা সই করবে না। কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স স্পষ্ট বলেছেন, আদালতে চ্যালেঞ্জ না করার ধারা থাকলে সিপিবি সই করবে না।

গণঅধিকার পরিষদ কোটা সংস্কার আন্দোলনকে স্বীকৃতি না দেওয়ায় অসন্তুষ্ট। দপ্তর সম্পাদক শাকিল উজ্জামান জানালেন, বিষয়টি বিবেচনায় আছে। বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব ও মৌলিক নীতির আপত্তি তুলেছে। অন্যদিকে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) সনদে সইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাধারণ সম্পাদক শহিদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন নিশ্চিত করেছেন, সহ-সভাপতি তানিয়া রবকে প্রতিনিধি করা হবে।

ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেন, সাংবিধানিক সংশোধনের বাইরে থাকা কিছু ধারা ইতোমধ্যেই বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, "অন্তর্বর্তী সরকার অধ্যাদেশ ও নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে সংস্কার করতে পারে। সাংবিধানিক পরিবর্তনের বিষয়গুলো অগ্রাধিকারে দিতে হবে, নতুন বাংলাদেশ গড়তে সেগুলো অপরিহার্য।" কমিশনের মেয়াদ ১৫ সেপ্টেম্বর শেষ হওয়ার কথা থাকলেও তা ৩০ সেপ্টেম্বর অবধি বাড়তে পারে।

এদিকে জামায়াত, এনসিপি ও আরও ছয়টি দল জুলাই সনদ বাস্তবায়ন-সহ চার দফা দাবিতে যুগপৎ আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের দাবিসংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বে জাতীয় নির্বাচন, সবার জন্য সমান সুযোগ এবং জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলকে নিষিদ্ধ করা।

এই জোটে রয়েছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস (মামুনুল হকপন্থি), খেলাফত মজলিস (আবদুল বাছিত ও আহমদ আবদুল কাদেরপন্থি), গণঅধিকার পরিষদ (নুরুল হক নূর), আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) এবং বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি।

ইসলামী আন্দোলনের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান জানিয়েছেন, সোমবার সংবাদ সম্মেলনে অভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা হবে। খেলাফত মজলিস রোববারই জানাবে কর্মসূচি। এনসিপি নেতা আরিফুল ইসলাম আদীব বলেন, "অভিন্ন দাবিতে যুগপৎ আন্দোলনের আলোচনাও চলছে, তবে এখনো চূড়ান্ত হয়নি।"

দলগুলির নেতারা জানাচ্ছেন, তারা ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন চান এবং সেই নির্বাচন জুলাই সনদের ভিত্তিতে হোক। তবে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি সংসদের এককক্ষে নাকি উভয় কক্ষে হবে, তা নিয়ে মতভেদ রয়ে গেছে।

প্রসঙ্গত, জুলাই সনদ মূলত গত বছরের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রেরণায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একটি ঐকমত্য দলিল, যেখানে নির্বাচনী সংস্কার, সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ও অন্তর্বর্তী সরকারের ক্ষমতা নির্ধারণসহ নতুন রাজনৈতিক কাঠামোর দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এটি আগামী জাতীয় নির্বাচন ও রাষ্ট্রীয় সংস্কারের জন্য রোডম্যাপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

আগরতলায় সঞ্জয় ব্যানার্জি স্মারক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

ভারত-নেপাল ডায়লগে প্রধান বিচারপতি ভূপেন গাভাই বক্তৃতা করেন

কাঠমাণ্ডু, ৬ সেপ্টেম্বর : ভারতীয় প্রধান বিচারপতি ভূষণ রামকৃষ্ণ গাভাই নেপালে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়া-নেপাল ডায়লগে মূল বক্তৃতা দেন। তিনি সাম্প্রতিক বিচারব্যবস্থা ও ন্যায় বিভাগ সংস্কারের ওপর আলোকপাত করেন। ডায়লগে অংশগ্রহণ করেছিলেন ভারতীয় প্রতিনিধি দল, সুপ্রিম কোর্ট ও হাই কোর্টের কার্যরত বিচারক, নেপালের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, মানবাধিকার ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আইনজীবী এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররা।

চিফ জাস্টিস গাভাই বলেন, বিচারব্যবস্থা নাগরিকদের রক্ষক হিসেবে কাজ করে এবং এটি কেবল ন্যায় নিশ্চিত করে না, বরং সংবিধান রক্ষা করে সমতা ও মানব মর্যাদা নিশ্চিত করে।নেপালের প্রধান বিচারপতি প্রকাশমান সিংহ রাউত বক্তব্যে বলেন, ভারত ও নেপাল কেবল ঘনিষ্ঠ সীমান্ত ভাগ করে না, বরং আইনগত পেশাগত বিনিময়ে শক্তিশালী সম্পর্কও রয়েছে।

ভারত ও নেপালের মধ্যে ধারাবাহিক বিচারিক সহযোগিতা চলছে। ২০২৪ সালে ভারতীয় প্রধান বিচারপতি ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড় নেপালে তিনদিনের সরকারি সফর করেছিলেন নেপালের প্রধান বিচারপতি বিশ্বম্ভর প্রসাদ শ্রেষ্ঠার আমন্ত্রণে।

আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ, কিন্তু ভোটাধিকার নয় : ইউনূস সরকারের উপদেষ্টা

জাকির হোসেন, ঢাকা, ১৩ সেপ্টেম্বর: বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার আমলের নির্বাচনকে 'লায়লাতুল নির্বাচন' বলে কটাক্ষ করলেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রকের উপদেষ্টা মোহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। শনিবার ঢাকার ধামরাই উপজেলা পরিষদে এক মতবিনিময় সভায় অংশ দিয়ে তিনি বলেন, "আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হলেও তাদের ভোটাধিকার নিষিদ্ধ নয়। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তারা কোন দলে ভোট দেবেন, তা কেউ নির্ধারণ করতে পারবে না।" অন্তর্বর্তী সরকারের ভূমিকা প্রসঙ্গে খানের মন্তব্য, "অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো দল নেই। তারা নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়েই আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন করবে। নির্বাচনে কে জিতল আর কে হারল সেটা সরকারের বিষয় নয়। সরকারি কর্মকর্তারা কারও পক্ষ নিতে পারবেন না।" তিনি সতর্ক করে দেন, "কেউ কোনো দলের হয়ে কাজ করলে তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নির্বাচন শেষে যে-ই জিতুক, সরকারি কর্মকর্তারা সেই দলের পক্ষেই দায়িত্ব পালন করবেন। ডিসি, এসপি কিংবা ওসিরা যদি পক্ষপাত দেখান, ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" আওয়ামী লীগের পূর্ববর্তী নির্বাচনের সমালোচনায় উপদেষ্টার কটাক্ষ, "২০১৮ সালের নির্বাচন দিনের ভোট রাতে হয়েছিল। সেটাই ছিল লায়লাতুল নির্বাচন।"

গুয়াহাটিতে যানজট নিয়ন্ত্রণে কড়া পদক্ষেপ মিছিল-র‍্যালি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করল পুলিশ

গুয়াহাটি, ১৩ সেপ্টেম্বর: শহরে ক্রমবর্ধমান যানজট রুখতে ও যান চলাচল নির্বিঘ্ন করতে বড় সিদ্ধান্ত নিল গুয়াহাটি পুলিশ। শহরের সীমার মধ্যে এখন থেকে কোনও ধরনের মিছিল, র‍্যালি, ম্যারাথন, ওয়াকাথন এবং অনুরূপ জমায়েতের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

এই নির্দেশিকা জারি করেছেন গুয়াহাটি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) ইমদাদ আলি, এপিএস। এটি ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, ২০২৩-এর ১৬৩ ধারার অধীনে প্রয়োগে এসেছে এবং তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হয়েছে। পুলিশের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, 'গুয়াহাটিতে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখার জন্য রাস্তাগুলির কার্যকর ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি। মিছিল ও র‍্যালির কারণে প্রায়ই ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়, যার ফলে সাধারণ মানুষের যাতায়াতে অসুবিধা হয় এবং জরুরি পরিষেবাও ব্যাহত হয়।' পুলিশ আরও জানিয়েছে, বড় জমায়েতের ফলে ভিড় ও জটলা তৈরি হয়, যা জননিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুতর ঝুঁকি তৈরি করে। এতে রুটিন যাত্রী ও জরুরি সেবা উভয়ই প্রভাবিত হয়। নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এই নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করলে ভারতীয় বিচার সংহিতা, ২০২৩-এর ২২৩ ধারার অধীনে কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। তবে, যাঁরা এই নির্দেশে আপত্তি জানাতে চান, তাঁদের জন্য লিখিত আকারে আবেদন জানিয়ে এই নিষেধাজ্ঞার পরিবর্তন বা প্রত্যাহারের আবেদন করার সুযোগ থাকছে।

এশিয়া কাপ ম্যাচ বয়কটের ডাক শিবসেনা-র, "রক্ত আর ক্রিকেট একসঙ্গে চলতে পারে না"- হুঁশিয়ারি উদ্ধব ঠাকরের

মুম্বই/নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫: এশিয়া কাপ ২০২৫-এ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচকে কেন্দ্র করে দেশে রাজনৈতিক বিতর্ক তীব্রতর হয়েছে। ১৪ সেপ্টেম্বর রোববার অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই ম্যাচ নিয়ে সরব হয়েছেন শিবসেনা (উদ্ধব বলঠাকরে গোষ্ঠী)-র প্রধান উদ্ধব ঠাকরে। এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "যখন প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেছেন 'রক্ত আর জল একসঙ্গে চলতে পারে না', তখন রক্ত আর ক্রিকেট কীভাবে একসঙ্গে চলতে পারে?" তাঁর দাবি, এই ম্যাচ বয়কটের মাধ্যমেই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করা উচিত। একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, "দেশপ্রেম এখন ব্যবসা হয়ে গিয়েছে, যার মাধ্যমে কেবল টাকার খেলা চলছে।"

উদ্ধব ঠাকরে জানান, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ চলাকালীন মহারাষ্ট্রজুড়ে শিবসেনার প্রতিবাদ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে, শিবসেনার মহিলা শাখা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রাস্তায় নামবে এবং প্রধানমন্ত্রীকে প্রতীকী বার্তা হিসেবে সিঁদুর পাঠাবে। তাঁর কথায়, "যুদ্ধ ও ক্রিকেট একসঙ্গে হয় না, দেশপ্রেম নিয়ে মজা করা বন্ধ হোক।" তিনি আরও স্মরণ করিয়ে দেন, তাঁর পিতা এবং শিবসেনার প্রতিষ্ঠাতা বাল ঠাকরে একসময় পাক ক্রিকেটার জাভেদ মিয়াঁদাদকে স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে, যতদিন না পাকিস্তান সন্ত্রাস বন্ধ করছে, ততদিন ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট বন্ধ থাকবে।

শুধু শিবসেনা নয়, এই ম্যাচের বিরোধিতায় মুখ খুলেছে কংগ্রেস ও আম আদমি পার্টি-ও। আম আদমি পার্টির দিল্লি ইউনিটের প্রধান সৌরভ ভরদ্বাজ বলেন, "পাহালগামে যারা স্বামী হারিয়েছেন, এই ম্যাচ তাঁদের প্রতি চূড়ান্ত অবমাননা।" তিনি জানান, দিল্লির যেসব রেস্তোরাঁ, ক্লাব বা পাব এই ম্যাচ সম্প্রচার করবে, তাদের এক্সপোজ করার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। কংগ্রেস সাংসদ ইমরান মাসুদও বলেন, "এই ম্যাচ শুধুই ব্যবসা, শহিদদের পরিবারকে ভুলে গিয়ে মোটা টাকা রোজগার চলছে।" তিনি সরকারকে "লজ্জাহীন" বলেও কটাক্ষ করেন।

এদিকে, পাহালগাম সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহত এক সেনা জওয়ানের স্ত্রী ঐশান্যা দ্বিবেদী বিসিসিআই-এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "২৬ জন শহিদ হলেন, অথচ বিসিসিআই-এর মনে হয় তাতে কিছুই যায় আসে না। খেলোয়াড়দেরও তো নিজেদের অবস্থান নেওয়া উচিত।"

এই প্রসঙ্গে কেন্দ্র সরকারের অবস্থানও স্পষ্ট হয়েছে। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর জানান, "দ্বিপাক্ষিক সিরিজ বন্ধ রয়েছে এবং তা চলবেই যতদিন না পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদ বন্ধ করে। তবে বহুপাক্ষিক টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া বাধ্যতামূলক। না খেললে ভারতকে ম্যাচ ফোরফিট করতে হবে এবং পাকিস্তান পয়েন্ট পেয়ে যাবে।"

জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ অবশ্য বলেন, "ভারতের আপত্তি সবসময়ই দ্বিপাক্ষিক সিরিজ নিয়ে, বহুপাক্ষিক টুর্নামেন্টে নয়। খেলাধুলা প্রায়শই রাজনীতির বলি হয়।"

উল্লেখ্য, ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পাহালগামে জঙ্গি হামলায় ২৬ জন প্রাণ হারান। এই ঘটনার পর ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক আরও অবনতির দিকে যায় এবং সেই পটভূমিতেই এশিয়া কাপ ম্যাচ ঘিরে এই বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এশিয়া কাপ ২০২৫-এ অংশগ্রহণকারী আটটি দেশের মধ্যে ভারত ও পাকিস্তান অন্যতম। দুই দেশের মধ্যে এই ম্যাচ শুরু হবে রবিবার সন্ধ্যা ৮টায়। উভয় দলই সুপার ফোরে যাওয়ার সম্ভাব্য দল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। যদি দু'দলই ফাইনালে পৌঁছে, তাহলে টুর্নামেন্টে এটি তৃতীয় ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি ম্যাচ হতে পারে।

সাম্প্রতিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি, জাতীয় আবেগ ও আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ আপাতত এগিয়ে চলেছে নির্ধারিত সময় অনুযায়ী। এখন দেখার বিষয়, সরকার ও ক্রীড়া প্রশাসন শেষপর্যন্ত কী অবস্থান নেয়, এবং দেশের জনগণ কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানান ম্যাচটির প্রতি।

তুরস্কে দুর্নীতির অভিযোগে ইস্তানবুলের মেয়রসহ ৪৮ জন গ্রেফতার, প্রধান বিরোধী দলকে টার্গেট করার অভিযোগ সিএইচপি-র

আঙ্কারা, ১৩ সেপ্টেম্বর: তুরস্কে দুর্নীতির অভিযোগে প্রধান বিরোধী দল রিপাবলিকান পিপলস পার্টি-র বিরুদ্ধে দমনপীড়ন আরও জোরদার হয়েছে। শনিবার ইস্তানবুলের বাইরামপাশা জেলার মেয়র হাসান মুতলুসহ ৪৭ জন পৌর কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে গ্রেফতার করেছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা আনাদোলু জানায়, ঘুষ, জালিয়াতি, টেন্ডার দুর্নীতি ও চাঁদাবাজির অভিযোগে এই গ্রেফতার।ইস্তানবুলের প্রধান কৌঁসুলির দপ্তর থেকে জারি হওয়া তদন্ত নির্দেশে এই গ্রেফতারগুলি হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। তদন্তের মূল কেন্দ্রে রয়েছে বাইরামপাশা পৌরসভা।

মেয়র হাসান মুতলু গ্রেফতারের পর এক্স-এ দেওয়া এক বিবৃতিতে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন,'যা ঘটছে তা একটি রাজনৈতিক অপারেশন ছাড়া কিছু নয়। এগুলি ভিত্তিহীন অপবাদ। বাইরামপাশার সম্মানিত নাগরিকদের সঙ্গে নিয়ে আমরা এই অপবাদ ও অনৈতিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করব এবং জয়ী হব।'

গত কয়েক মাসে সিএইচপি-র অন্তত এক ডজনের বেশি মেয়র এবং শতাধিক পৌরসভা কর্মচারী দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছেন ইস্তানবুল মহানগরের মেয়র এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী একরেম ইমামোগলুও। ইমামোগলুর গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে তুরস্কজুড়ে ব্যাপক প্রতিবাদ-বিক্ষোভ দেখা দেয়। সিএইচপি দাবি করেছে, এই সব গ্রেফতার এবং দুর্নীতির অভিযোগ আসলে সরকারের একটি পরিকল্পিত অভিযান, যার উদ্দেশ্য বিরোধী দলকে দুর্বল করা এবং এরদোয়ানের জন্য আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পথ প্রশস্ত করা। তবে সরকার এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। সরকারি তরফে বলা হয়েছে, তুরস্কের বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন এবং তারা আইন অনুযায়ী কাজ করছে।এই পরিস্থিতির মধ্যেই আগামী সোমবার একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি হতে চলেছে, যেখানে সিএইচপি-র ২০২৩ সালের কংগ্রেস বাতিলের বিষয়ে আদালত রায় দিতে পারে। যদি কংগ্রেস বাতিল হয়, তাহলে দলের নেতৃত্ব বদল হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল এবং সিএইচপি-র মধ্যে অভ্যন্তরীণ সংকট দেখা দিতে পারে। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের স্থানীয় নির্বাচনে সিএইচপি উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছিল, যা শাসক দল একেপি-র জন্য একটি বড় ধাক্কা ছিল।

উত্তরাখণ্ডে চারধাম যাত্রা শুরু, গঙ্গোত্রি ও যমুনোত্রির পথে সীমিত বাধা

উত্তরাখণ্ড, ৬ সেপ্টেম্বর : আবহাওয়া স্বাভাবিক হওয়া এবং সড়ক মেরামতির কাজ শেষ হওয়ার কারণে চারধাম যাত্রা ও নিবন্ধন প্রক্রিয়া আজ থেকে পুনরায় শুরু হয়েছে। তবে, সাম্প্রতিক ভারী বর্ষণের কারণে গঙ্গোত্রি ও যমুনোত্রি যাত্রা এখনও স্থগিত রয়েছে, কারণ এলাকার সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তীর্থযাত্রীদের জন্য যাত্রা নিরাপদ নয়। সংশ্লিষ্ট সড়ক মেরামত হলে এই দুটি মন্দিরের যাত্রা পুনরায় শুরু হওয়ার আশা করা হচ্ছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের যাত্রা

নির্বাচনে মুখ হবেন নীতীশ কুমারই জানালেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী

পাটনা, ১৩ সেপ্টেম্বর: বিহার বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ-র মুখ হবেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারএই বার্তা দিলেন বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেপির শীর্ষ নেতা সম্রাট চৌধুরী। আকাশবাণী নিউজকে দেওয়া এক এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন নীতীশ কুমারের নেতৃত্বেই লড়বে এনডিএ।

সম্রাট চৌধুরী বলেন, বিজেপি ও এনডিএ-র পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের ওপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তাঁর নেতৃত্বেই বিহারে উন্নয়নের পথ সুগম হয়েছে এবং আগামী দিনেও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হবে।

বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রসঙ্গে তিনি জানান, এটি নির্বাচনের কোনও বড় ইস্যু হবে না। বরং, বিরোধীরা মানুষকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

সম্রাট চৌধুরীর বক্তব্য, "বিরোধী দলগুলি বিভ্রান্তি ছড়াতে চাইছে। তবে বিহারের মানুষ উন্নয়নকে গুরুত্ব দেবে। এনডিএ সরকারের গত কয়েক বছরে যে উন্নয়ন হয়েছে, সেটাই হবে নির্বাচনের মুখ্য ইস্যু।"

উল্লেখ্য, বিহার বিধানসভা নির্বাচন সামনে রেখে এনডিএ জোটের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। নীতীশ কুমারের মুখ হিসেবে ঘোষণার মাধ্যমে বিজেপি জোট তাদের কৌশল স্পষ্ট করে দিল বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

রবিবার ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির সাংবাদিক সম্মেলন করেন।

মণিপুরে প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে নাটকীয় বিক্ষোভ ইম্ফলে কংগ্রেস যুব নেতাদের প্রতিবাদে উত্তেজনা

ইম্ফল, ১৩ সেপ্টেম্বর: হিংসা-পীড়িত মণিপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফরকে ঘিরে শুক্রবার ইম্ফলে নাটকীয় প্রতিবাদ দেখাল কংগ্রেসের যুব শাখা। একটি প্রতীকী চিত্রপটযেখানে জ্বলন্ত মণিপুর চিত্রিতহাতে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে মুখোমুখি বার্তা দিতে চেয়েছিল কংগ্রেস যুব নেতারা। তবে কাংলা ফোর্টে পৌঁছনোর আগেই পুলিশ তাঁদের আটক করে। বিক্ষোভের সূচনা হয় ইম্ফলের কংগ্রেস ভবন থেকে। সেখানে যুব কংগ্রেস কর্মীরা জড়ো হন 'জ্বলন্ত মণিপুর'-এর প্রতীকচিত্র হাতে। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল এই চিত্রটি প্রধানমন্ত্রী মোদীর হাতে তুলে দেওয়ার। তবে, পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে মিছিল থামিয়ে কংগ্রেস ভবনের মধ্যেই একাধিক বিক্ষোভকারীকে আটক করে।

বিক্ষোভকারীরা স্লোগান দেন, "ভারতের সবচেয়ে নির্দয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী" এবং "সবচেয়ে নির্দয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।" তাঁদের অভিযোগ, মণিপুরের দীর্ঘস্থায়ী জাতিগত হিংসার সময় প্রধানমন্ত্রী প্রায় দুই বছর নীরব থেকেছেন, যা এই সংকটের প্রতি তাঁর উদাসীনতাকে স্পষ্ট করে।

কংগ্রেস যুব নেতারা আরও বলেন, "আমাদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকে দমন করার চেষ্টা করছে সরকার। এই প্রতীকী প্রতিবাদ ছিল মণিপুরের চলমান যন্ত্রণা ও ধ্বংসের স্মারক।"

প্রসঙ্গত, এদিন সকালেই প্রধানমন্ত্রী সড়কপথে ইম্ফল থেকে চুরাচাঁদপুর সফর করেন। এরপর তাঁর কাংলা ফোর্টে যাওয়ার কথা রয়েছে, যেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ফল আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী

ফল আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। নানা খনিজ ও পুষ্টিকর উপাদান থাকে বিভিন্ন ধরনের ফলের মধ্যে। কিন্তু খেয়াল খুশি মতো যে কোনও ফল খেলেই হবে না। কোন ফলের সঙ্গে কোন ফল কিংবা খাবার খেলে সমস্যা হতে পারে, তা জেনে রাখা জরুরি। নাহলে অজান্তেই মারাত্মক বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে।

পেঁপে ও লেবু-বিশেষজ্ঞদের মতে, লেবু ও পেঁপে একসঙ্গে মিশে রক্তে হিমোগ্লোবিন সংক্রান্ত সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে। এমনকী রক্তাল্পতার সমস্যারও ঝুঁকি বাড়াতে পারে লেবু ও পেঁপের মিশ্রণ। কমলালেবু ও গাজর-কমলালেবু ও গাজর একসঙ্গে খেলে লিভারের সঙ্গে জড়িত সমস্যা বাড়ার আশঙ্কা থাকে। বাড়তে পারে বুক জ্বালা, পিত্তের সমস্যাও।

পেঁয়ারা ও কলা-একসঙ্গে পেয়ারা ও কলা খাওয়ার ভুল করবেন না। চিকিৎসকদের মতে, এই দুই ফল একসঙ্গে খেলে পেটে গ্যাস হতে পারে। আচমকা শুরু হতে পারে মাথাব্যথাও।

কলা ও পুডিং-কলার সঙ্গে পুডিং খেলে শরীরে তা বিষাক্ত পদার্থ তৈরি করে থাকে। বিশেষ করে বাচ্চাদের এই দুটি খাবার একসঙ্গে দেওয়া উচিত নয়।

দুধ ও কমলালেবু- স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কমলালেবুর সঙ্গে দুধ খাওয়া। কমলালেবুতে উপস্থিত অ্যাসিড শরীরের স্টার্চ হজমে সাহায্যকারী উৎসেচক নষ্ট করে দেয়। শুধু তাই নয়, দুধের সঙ্গে কমলালেবু খেলে বুকে কফ জমতে পারে।

আনারস ও দুধ-আনারসে উপস্থিত ব্রোমেলেন নামক উপাদান দুধের সঙ্গে মিশে শরীরে বড়সড় ক্ষতি করতে পারে। আনারস ও দুধের মিশ্রণের কারণে গ্যাস, গা গোলানো, ইনফেকশান, মাথা ব্যথা এবং পেটব্যথার সমস্যায় ভুগতে পারেন।

ফল ও মিষ্টি-ফলের সঙ্গে মিষ্টি খাওয়ার পরামর্শ দেন না চিকিৎসকরা। এই দুই খাবার হজম প্রক্রিয়ার ক্ষতি করতে পারে। এর ফলে অ্যাসিডিটি, মাথা ব্যথার মতো সমস্যা বাড়তে পারে।

চিকেন তেহারি

রবিবারের দুপুরে বাঙালি চিকেন ছাড়া ভাবতেই পারে না। ছুটির দিনে কব্জি ডুবিয়ে না খেলে যেন ছুটির আমেজটাই যেনো থাকে না। কিন্তু বেশিরভাগ বাড়িতেই রবিবার একই ধরনের মাংসের ঝোলই হয়। তাই রবিবারে ছুটির দিনে বাড়িতে বানিয়ে ফেলুন চিকেন তেহারি। তাহলে জেনে নেওয়া যাক কি ভাবে তৈরি করবেন এই চিকেন তেহারি।

উপকরণ:-

৫০০ গ্রাম চিকেন,
৩ কাপ বাসমতি চাল,
টক দই,

পেঁয়াজ কুচি,
আদা ও রসুন বাটা,
পেঁয়াজ বাটা,
কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা,
গোটা গরম মশলা,
তেজপাতা,
জায়ফল বাটা,
বেরেস্তা,
স্বাদমতো নুন,
পরিমাণমতো সর্ষে তেল।

পদ্ধতি:-

চিকেনের সঙ্গে সব উপকরণ একসঙ্গে মাখিয়ে ম্যারিনেট করে ঘণ্টা খানেক রাখুন। চাল ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখবেন। কড়াইতে তেল গরম করে গোটা গরম মশলা, তেজপাতা ফোড়ন দিন। ফোড়ন থেকে সুগন্ধ বেরোলে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে কিছুক্ষণ ভাজুন। পেঁয়াজের রং পরিবর্তন হলে ম্যারিনেট করে রাখা চিকেন দিয়ে দেবেন। একদম অল্প জল দিয়ে মাংস রান্না করুন। হালকা গ্রেভি থাকবে। তেল ছেড়ে আসলেই বুঝবেন রান্না হয়ে গেছে।

এবার বড় একটা হাড়িতে সর্ষে তেল দিয়ে তাতে চাল আর নুন দিন। চালটা একটু ভেজে নিয়ে তাতে ৫ কাপ গরম জল আর রান্না করা মুরগির পিসগুলো দিয়ে দিন। চাল ফুটে উঠলে আঁচ একদম কমিয়ে উপরে কাঁচা লঙ্কা ছড়িয়ে ঢাকনা আটকে দিন। ২০ মিনিট মতো রান্না করুন। তেহারির হাঁড়ি সরাসরি আগুনে না দিয়ে নীচে একটি তাওয়া দিয়ে দেবেন। ঢাকনা ভালোভাবে লাগিয়ে দেবেন। খেয়াল রাখবেন, ভাপ যেন বেরিয়ে না যায়। রান্না হয়ে গেলে ওপরে বেরেস্তা ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন চিকেন তেহারি।

শিশুদের চোখে বিপদ বাড়াচ্ছে স্মার্টফোন

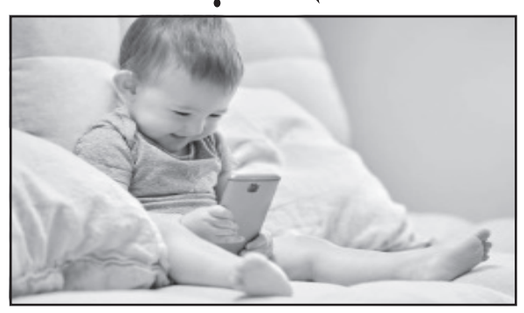

স্মার্টফোন অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে বেশিরভাগ শিশুই এখন চশমা ব্যবহার করছে। দিন দিন এ সমস্যা আরও বাড়ছে। এখন একটু সচ্ছল অভিভাবকরাও শিশুকে স্মার্টফোন কিনে দেন। চিকিৎসকরা বলছেন, করোনা পরিস্থিতিতে শিশুরা চোখের রোগে আক্রান্ত হয়েছে। স্কুল-কলেজগুলোতে অনলাইনে পড়াশুনার কারণে শিশুদের মধ্যে এ সমস্যা প্রকট আকারে দেখা দিচ্ছে। চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞরা বলেন, শিশুদের মাইনাস পাওয়ার আগেও ছিল। কম্পিউটার বা স্মার্টফোন সবই কাছ থেকে দেখতে হয়। দূরের জিনিস দেখার প্রয়োজন পড়ছে না। ফলে দূরের জিনিস দেখার অনভ্যাসে মাইনাস পাওয়ারের প্রবণতা আরও বাড়ছে। তিনি বলেন, বাচ্চাদের চোখে জ্বালা, পানি পড়া বা তা শুকিয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা আগে ছিল না। এখন হয়েছে। আগে রোগী কম ছিল এখন বেড়ে গেছে। চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, ক্লাসে বাচ্চারা ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা দেখতে না পেলে শিক্ষককে জানাত। ফলে চোখে সমস্যা হলে শুরুতেই ধরা পড়ত। এখন বাবা-মা সন্তানদের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন চোখের সমস্যা অনেকটা বেড়ে যাওয়ার পরে। বিশেষজ্ঞরা বলেন অন্তত দু'ঘণ্টা বাচ্চাদের বাইরে খেলতে দিতে হবে। এতে তাদের চোখের মাইনাস পাওয়ার বৃদ্ধির হার হ্রাস পাবে। কম্পিউটারের ব্যবহার কমানো, চোখে জলের ঝাপটা দেওয়া ইত্যাদির ওপরেও জোর দিয়েছেন তারা। কথায় কথায় বাচ্চাদের হাতে মোবাইল তুলে দেওয়া ঠিক না। চোখের রোগ এড়াতে চার থেকে ছয় বছরের বাচ্চাদের বছরে একবার চক্ষু পরীক্ষা করা জরুরি পরামর্শ চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞদের। স্কুলে আগে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে চোখ পরীক্ষা করা হত। করোনাকালীন সময় থেকে তা বন্ধ। শিশুরা অনেকটা সময় কাটাচ্ছে কম্পিউটার, ল্যাপটপ বা মোবাইলের সঙ্গে। ফলে তাদের 'কম্পিউটার ভিসন সিনড্রোম' দেখা দিচ্ছে। আগে ১০০ জন রোগীর মধ্যে তিন-চার জনের মধ্যে এটা পাওয়া যেত। এখন এই রোগ ৫০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। কম্পিউটার, মোবাইল, ল্যাপটপ দেখতে হয় কাছ থেকে। তাতে বেশি জোর পড়ায় চোখের সিলিয়ারি মাসল দুর্বল হয়ে যায়। অনলাইন পাঠে ওই মাসলকে খাটতে হচ্ছে বেশি। ফলে ঝাপসা দেখা, মাথায়-চোখে ব্যথা, বমি ভাবের সমস্যা দেখা দিচ্ছে ছোটদের।

পোষা প্রাণী থেকে অনেক রোগ ছড়াতে পারে

নিঃসঙ্গতার সঙ্গী হিসেবে পোষা প্রাণী পালন করা সারাবিশ্বে বেশ জনপ্রিয়। আমাদের দেশেও পোষা প্রাণী হিসেবে বিড়াল ও কুকুর পালনের প্রবণতা দিনদিন বাড়ছে। ফলে পোষা প্রাণী বিষয়ক নানা ধরনের ক্লাবও গড়ে উঠেছে। অনেকে নিজেদের প্রিয় ব্যক্তির নাম অনুসারে প্রাণীর নামকরণও করছেন।

গবেষণায় দেখা গেছে, পোষা প্রাণীর সঙ্গে সময় কাটানোর ফলে মানসিক চাপ কমে, হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস পায় এবং স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিসহ নানা উপকার পাওয়া যায়। তবে অসর্তকতার কারণে পোষা প্রাণীর মাধ্যমে মানুষের শরীরে বাসা বাঁধতে পারে বিভিন্ন ধরনের জীবাণু, যা স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে। পোষা প্রাণী পালনে যেমন ভালো দিক রয়েছে, তেমনি কিছু খারাপ দিকও রয়েছে। বর্তমান পৃথিবীতে উদ্ভাবিত অধিকাংশ নতুন রোগই জুনোটিক, অর্থাৎ প্রাণী থেকে মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়। পোষা প্রাণীর মাধ্যমেও নানা ধরনের রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু মানুষের দেহে প্রবেশ করতে পারে। যেমন:

চর্মরোগ- সাধারণত মাইকোস্পোরাম গণের ছত্রাকের কারণে পোষা প্রাণীর দেহে চর্মরোগ দেখা যায়, যা 'দাদ' বা 'রিংওয়ার্ম' নামেও পরিচিত। যদি কোনো ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত প্রাণীর সরাসরি সংস্পর্শে আসে অথবা ওই প্রাণী ব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিসপত্রের সংস্পর্শে আসে, তাহলে এ রোগটি মানুষের দেহে ছড়াতে পারে। রোগটি অত্যন্ত ছোঁয়াচে হওয়ায় যাদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কম, যেমন শিশু ও বয়স্কদের দেহে সহজেই সংক্রমিত হতে পারে।

ডায়রিয়া- ক্যাম্পাইলোব্যাক্টর এবং ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম গণের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত পোষা প্রাণী মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। সাধারণত আক্রান্ত প্রাণীর মলের সরাসরি সংস্পর্শে অথবা সেই মলের মাধ্যমে খাদ্যের উৎস দূষিত হলে রোগটি ছড়াতে পারে।

গর্ভপাত- টক্সোপ্লাজমা গণের ধরনের প্রোটোজোয়ার কারণে গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভপাত হয়। এই জীবাণু পোষা প্রাণীর দেহে অপ্রয়োজনে ও অনিয়ন্ত্রিত ভাবে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে তাদের দেহে অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স জীবাণু তৈরি হয়, যা পরে মানুষের দেহে প্রবেশ করে নানা ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। কিছু সচেতনতা মেনে চললেই পোষা প্রাণীর মাধ্যমে ছড়ানো রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। যেমন: ১. পোষা প্রাণীকে নিয়মিত ভ্যাকসিন ও কৃমিনাশক দিতে হবে। ২. চর্মরোগ (দাদ) দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসা নিতে হবে। ৩. অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ৪. ব্রুংসেলোসিসে আক্রান্ত প্রাণীকে খালি হাতে স্পর্শ করা যাবে না। ৫. প্রাণীর সংস্পর্শে আসার পর ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিতে হবে। ৬. পোষা প্রাণীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সময় গ্লাভস ব্যবহার করতে হবে। ৭. পোষা প্রাণীকে প্রতিদিন গোসল করাতে হবে এবং বাড়ি পরিষ্কার রাখতে হবে।

আম পুদিনা লস্যি

অসহ্য দাবদাহে আপামর মানুষের নাজেহাল দশা। বাড়ির বাইরে কিংবা ঘরে থাকাটা খুবই কষ্টকর ব্যাপার হয়ে উঠেছে। এই অসহ্যকর পরিস্থিতিতে শরীরকে ভালো রাখতে লস্যির জুড়ি মেলা ভার। বেশিরভাগ সময়ই আমরা দই লস্যিই খাই। তবে বাড়িতেই এবার একটু অন্য স্বাদের আম পুদিনা লস্যির লস্যি ট্রাই করে দেখতে পারেন। চলুন তাহলে জেনে নেওয়া যাক কি ভাবে তৈরি করবেন এই আম পুদিনার লস্যি।

উপকরণ:-

২টো পাকা আম,
পুদিনা পাতা কুচানো,
এক কাপ টক দই,
এক চামচ এলাচ গুঁড়ো,
হাফ চামচ স্টার অ্যানিস পাউডার,
এক চামচ পাতিলেবুর রস,
স্বাদ অনুযায়ী চিনি,
কয়েকটা আইস কিউব।

পদ্ধতি:-

পাকা আম ভাল করে জলে ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে ছোটো ছোটো টুকরো করে নিন। এবার মিক্সিতে আম, পুদিনা পাতা, টক দই, এলাচ গুঁড়ো, স্টার অ্যানিস পাউডার, পাতিলেবুর রস, চিনি একসঙ্গে ভাল করে ব্লেন্ড করে নিন। একেবারে মসৃণ পিউরি তৈরি করুন। যদি মনে হয়, একটু বেশি ঘন হয়ে গেছে তাহলে এতে আইস কিউব অথবা জল দিয়ে আবারও ব্লেন্ড করে নিন। রেডি হয়ে গেলে কাঁচের গ্লাসে ঢেলে পরিবেশন করুন ঠান্ডা ঠান্ডা আম পুদিনার লস্যি।

মুচ মুচে চিংড়ির পপকর্ন

বাড়িতে আড্ডা হোক বা না সিনেমা হলে সিনেমা দেখা হোক পপকর্ন না হলে ব্যাপারটা ঠিক জমে না। পপকর্ন বলতেই মাথায় আসে ভুট্টার আর না হয় চিকেনের কথা। কিন্তু চিংড়ির পপকর্ন কি খেয়েছেন কখনও? বাড়িতেই তৈরি করে নিতে পারেন মুখরোচক এই খাবার। খেতে যেমন সুস্বাদু, তৈরি করাও ততটাই সহজ। তাহলে জেনে নেওয়া যাক এই চিংড়ির পপকর্ন এর রেসিপি।

উপকরণ:-

২৫০ গ্রাম মাঝারি মাপের চিংড়ি,
গোলমরিচ গুঁড়ো,
লঙ্কা গুঁড়ো,
স্বাদ অনুযায়ী লবণ,
২টো ডিম,
২ টেবিল চামচ দুধ,
২ চা চামচ রেড চিলি সস,
১ কাপ ময়দা,
১/৪ চা চামচ রসুন পাউডার,
এক চিমটি বেকিং পাউডার,
ভাজার জন্য সাদা তেল।

পদ্ধতি:- চিংড়ির খোসা ছাড়িয়ে ভাল করে জলে ধুয়ে নিন। একটা বাটিতে চিংড়ি মাছের সঙ্গে গোলমরিচ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো আর নুন দিয়ে ভাল করে মাখিয়ে আধ ঘণ্টা ঢাকা দিয়ে রাখুন। অন্য একটি পাত্রে ডিম, দুধ, রেড চিলি সস, লবণ একসঙ্গে ফেটিয়ে নিন। আরেকটি বাটিতে ময়দা, গোলমরিচ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, রসুন, নুন, বেকিং পাউডার, সব উপকরণ একসঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। এবার চিংড়িগুলো প্রথমে ডিমের গোলায় ডুবিয়ে নিন। তারপর ময়দার মিশ্রণে ভাল করে কোট করে নিন। কড়াইয়ের তেল গরম হলে এক এক করে সবকটা চিংড়ি ছেড়ে দিন। লালচে বাদামী করে ভেজে টিস্যু পেপারে তুলে রাখুন। তেলটা শুকিয়ে গেলে মেয়োনিজ অথবা স্যুইট চিলি সস-এর সঙ্গে পরিবেশন করুন মুচমুচে চিংড়ির পপকর্ন।

রান্নার ভুলেই বাড়ছে কোলেস্টেরল

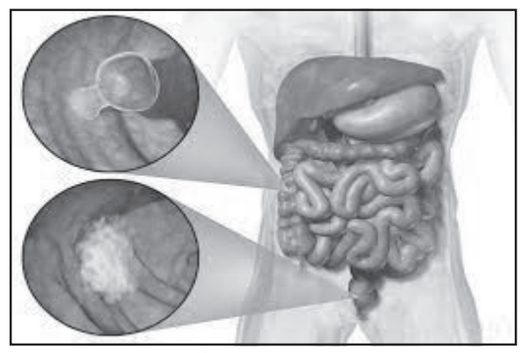

ইদানীং অনিয়মিত জীবনযাপন, অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভাস, শরীরচর্চার অভাব সহ বিভিন্ন কারণে অল্প বয়সেও শরীরে বাসা বাঁধছে কোলেস্টেরল। শরীরে এলডিএল কোলেস্টেরল বেড়ে গেলে রক্তনালীতে চর্বি জমতে শুরু করে। রক্তনালী সংকুচিত হয়ে রক্ত চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে ঝুঁকি বাড়ে হৃদরোগের। কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে ডায়েটের উপরও নজর দেওয়ার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। সঙ্গে রান্নার পদ্ধতির উপর নজর দেওয়াও জরুরি।

ভারতে বহুল প্রচলিত হলুদ, রসুন, গোটা শস্য এবং মসুর ডালের মতো উপাদানগুলির স্বাস্থ্যগত উপকারিতা রয়েছে বিশেষ করে হৃদরোগের জন্য এগুলো বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত। তবুও এদেশের প্রতি পাঁচজনের মধ্যে এক জন কোলেস্টেরলের সমস্যায় ভুগছেন। এমনকী যাঁরা প্রক্রিয়াজাত খাবার খুব একটা খান না, তাঁরাও এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। চিকিৎসকদের মতে, খাবার নয়, রান্নার পদ্ধতি এবং ভুল খাদ্যাভাসের কারণে সমস্যা বাড়ছে। আসলে ভারতীয় রান্নাঘরে হৃদরোগ প্রতিরোধ করতে পারে এমন উপাদান প্রচুর পরিমাণে থাকে ঠিকই, তবে অতিরিক্ত রান্না, অতিরিক্ত ঘি ও পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট ব্যবহার, ডিপ ফ্রায়েড এবং পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ না করাই রোগের মূল কারণ। তাই স্বাস্থ্যকর খাবারও ভুল রান্নার পদ্ধতির কারণে পুষ্টিগুণ হারিয়ে ফেলে। কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে যে বিষয়গুলো এড়িয়ে চলবেন- *একই তেল বার বার ব্যবহার করলে তা ট্রান্স ফ্যাট তৈরি হয় *স্ন্যাকস এবং মাংস অতিরিক্ত ভাজা *অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাটযুক্ত খাবার *চাটনি, সস এবং মিষ্টিতে লুকানো চিনি কম খাওয়া *মালাই, ঘি এবং বনস্পতি থেকে অতিরিক্ত স্যাচুরেটেড ফ্যাট এইসব ভুল খাদ্যাভাসের সঙ্গে সারাদিন সক্রিয় না থাকা এবং বেশি রাতে খাওয়াদাওয়া কোলেস্টেরল বাড়িয়ে দিতে পারে।

অ্যালোভেরার বহুগুণ

রূপচর্চা মানেই অনেকের কাছে রাসায়নিক প্রসাধনীর অতিরিক্ত ব্যবহার। অথচ এ কথা অনেকেই ভুলে যান, প্রকৃতিই এমন অনেক ব্যবস্থা করে রেখেছে যা ঠিকমতো ব্যবহার করলে মানুষের সৌন্দর্য বেড়ে যেতে পারে বহুগুণ। ঠিক সেই কারণেই বাড়ির কোণে অবহেলায় পড়ে থাকা সাধারণ ঘৃতকুমারী বা অ্যালোভেরা যে রূপচর্চার এক আশ্চর্য জাদুকাঠি, তা হয়তো অনেকেই জানেন না। রাসায়নিক এড়িয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে সৌন্দর্য ধরে রাখতে এর জুড়ি মেলা ভার।

১. ঘন ভ্রু পেতে- রাতে ঘুমোনোর আগে তাজা অ্যালোভেরা জেল ভ্রুতে মালিশ করুন। সারারাত রেখে সকালে ধুয়ে ফেলুন। এর পুষ্টিকর উপাদান ভ্রুর চুলকে ঘন ও কালো করে তুলতে সাহায্য করে। ২. চোখের তলার কালি দূর করতে ঠান্ডা অ্যালোভেরা জেল অল্প পরিমাণে নিয়ে চোখের তলার আলতো হাতে লাগান। দিনে দু'বার ব্যবহারে এর মধ্যে থাকা অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট কালো দাগ ও ফোলা ভাব কমিয়ে আনে মাত্র দুই সপ্তাহে। ৩. দাঁতের যত্নে- টুথপেস্টের বদলে তাজা অ্যালোভেরা জেল দিয়ে দাঁত মাজতে পারেন। এর অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল গুণ দাঁতের প্লাক, জীবাণু দূর করে। পাশাপাশি, এটি মুখের দুর্গন্ধ দূর করে মাড়ি সুস্থ রাখে।

৪. চুলের জেল্লা ফেরাতে

অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে নারকেল তেল মিশিয়ে হেয়ার মাস্ক তৈরি করুন। স্নানের আধঘণ্টা আগে এই মাস্ক চুলে লাগিয়ে রাখুন। আধঘণ্টা পর শ্যাম্পু করে নিন। এটি চুলকে মসৃণ ও উজ্জ্বল করে এবং স্ক্যাল্পের সমস্যা দূর করে।

৫. বগল পরিষ্কার রাখতে- স্নানের পর শুকনো বগলে অ্যালোভেরা জেল লাগালে তা প্রাকৃতিক ডিওডোরেন্টের কাজ করে। এর অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল গুণ দুর্গন্ধ নাশ করে। নিয়মিত ব্যবহারে কালো বাহুমূলের দাগছোপও হালকা হয়।

শরৎ আসছে বলে

রতন দাস

শরৎ আসছে বলে
আকাশে ভাসছে সাদা মেঘ,
শরৎ আসছে বলে
বাতাসেও বেড়েছে ঊর্ধ্বমুখিবেগ।

শরৎ আসছে বলে
বনে বনে ফুটছে কাশফুল,
শরৎ আসছে বলে
খুশিরা সীমাহীন হারিয়ে দু-কূল।

শরৎ আসছে বলে
ডালে ডালে বেড়েছে পাখিদের স্বর,
শরৎ আসছে বলে
আশপাশের কাউকে আর মনে হয় না পর।

শরৎ আসছে বলে
নতুন লাগে সব কিছু,
শরৎ আসছে বলে
বেদনার অশ্রুধারা ছেড়েছে পিছু।

শরৎ আসছে বলে
শিশু মনে জাগে কতো খুশি,
শরৎ আসছে বলে
মধ্যরাতে মাঝ গগনে পুলকিত শশী।

শরৎ আসছে বলে
ভোরের শিশিরে ঘাসেরা সতেজ,
শরৎ আসছে বলে
রবির কিরনেও নেই সেই তেজ।

শরৎ আসছে বলে
নদীও ঢেউ খেলে উজানি পথে,
শরৎ আসছে বলে
মাদুর্গা আসবে চড়ে মস্তবড়ো রথে।

শরৎ আসছে বলে
অশুভ অসুর শক্তি হবে ক্ষয়,
শরৎ আসছে বলে
শুভ শক্তি পুনরায় করে নেবে জয়।

শরৎ আসছে বলে
বিজলী সমেত মেঘের গুরু গুরু,
শরৎ আসছে বলে
শারদুৎসব, দীপাবলির ঘনঘটা শুরু।

শরৎ আসছে বলে
লোক জমানো মাঠে ঘাটে,
শরৎ আসছে বলে
হই চৈহ হুল্লুর হাটে হাটে।
শরৎ আসছে বলে।

শনিবার প্রেসক্লাবে অখিল ভারতীয় আদিভক্ত পরিষদ দিবস পালন করা হয়।

দ্বিতীয় সংস্করণ ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডবিয়া

নতুন দিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর: কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডবিয়া আজ নতুন দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে 'বিকসিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ ২০২৬'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "বিকসিত ভারত ইয়ং ডায়ালগ লিডার হল এক প্রকৃত উদাহরণ যেখানে যুব নেতৃত্বের মাধ্যমে গণতন্ত্র বাস্তবায়িত হয়দৃষ্টিভঙ্গি রূপ পায় কণ্ঠে, আর কণ্ঠ রূপ নেয় প্রভাবশালী কার্যক্রমে।" মন্ত্রী জানান, এই প্ল্যাটফর্মটি দেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে একমাত্র এমন মঞ্চ, যেখানে তারা নিজেদের চিন্তা-ভাবনা ও নতুন ধারণা শুধু ভাগ করে নিতে পারে না, বরং তা সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সামনে উপস্থাপনও করতে পারে। ডঃ মান্ডবিয়া জানান, এই ডায়ালগ শুধু একদিনের অনুষ্ঠান নয়, বরং এটি একটি অবিচ্ছিন্ন মঞ্চ, যা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের তরুণ-তরুণীদের একত্রিত করে, তাদের নেতৃত্বের বিকাশ ও উদ্ভাবনী চিন্তার প্রসার ঘটায়। এর মাধ্যমে দেশের তরুণেরা আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে। এই অনুষ্ঠানের প্রথম ধাপে মন্ত্রী উদ্বোধন করেন "বিকসিত ভারত কুইজ", যা ডায়ালগের সূচনাপর্ব হিসেবে অনুষ্ঠিত হবে। তিনি দেশের সমস্ত ছাত্রছাত্রী ও তরুণ নাগরিকদের এই কুইজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান। মন্ত্রী আরও জানান, 'বিকসিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ ২০২৬'-এর মহা সমাপ্তি অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ সালের ১০ থেকে ১২ জানুয়ারি, নতুন দিল্লিতে। এই উপলক্ষে দেশজুড়ে তরুণ নেতৃত্বের এক বিশাল মিলনমেলার আয়োজন করা হবে, যেখানে উদ্ভাবনী চিন্তা ও নেতৃত্বের শক্তিকে উদযাপন করা হবে।

"জঙ্গি যোগ" বিতর্কে তুঙ্গে বিজেপি-আপ দ্বন্দ্ব, একে অপরের বিরুদ্ধে প্রকাশ 'জঙ্গি সদস্য' তালিকা

নয়াদিল্লি/শ্রীনগর, ১৩ সেপ্টেম্বর : জম্মু ও কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ফের উত্তপ্ত রাজনৈতিক মঞ্চ। এবার মুখোমুখি ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ও আম আদমি পার্টি (আপ)। দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে 'সন্ত্রাসবাদী যোগ' থাকার অভিযোগ তুলেছে এবং একে অপরের দলে "জঙ্গি-যোগসম্পন্ন" সদস্যদের নাম প্রকাশ করে তালিকা প্রকাশ করেছে। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বিতর্কের সূচনা হয় সম্প্রতি গ্রেফতার হওয়া আপ বিধায়ক মেহরাজ মালিককে নিয়ে। তাঁকে জন নিরাপত্তা আইনে আটক করে প্রশাসন। বিজেপির দাবি, মেহরাজ মালিক হিজবুল মুজাহিদিনের প্রাক্তন কমান্ডার বুরহান ওয়ানিকে 'গ্লোরিফাই' করেছিলেন, যা একপ্রকার সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়ার সামিল।

এর জবাবে আম আদমি পার্টির পক্ষ থেকে পাল্টা অভিযোগ আনা হয়। দিল্লির রাজ্যসভার সাংসদ এবং আপ নেতা সঞ্জয় সিং প্রকাশ্যে একটি তালিকা তুলে ধরেন, যেখানে একাধিক বিজেপি নেতার নাম রয়েছে, যাঁরা অতীতে জঙ্গি কার্যকলাপে যুক্ত ছিলেন বলে দাবি করা হয়েছে। সঞ্জয় সিং বলেন, "বিজেপি জঙ্গিদের অবসর দিয়ে তাদের দলে স্থান দিচ্ছে। এই তালিকায় অনেকেই এখন বিজেপির জেলা সভাপতি স্তরের নেতা।"

সঞ্জয় সিং আরও বলেন, বিজেপি আগেই জানত তিনি শ্রীনগরে সাংবাদিক সম্মেলন করবেন এবং সেই কারণেই তাঁকে সেখানে সাংবাদিক সম্মেলন করতে দেওয়া হয়নি। তাঁর অভিযোগ, প্রশাসন ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁকে আটকায়।

সঞ্জয় সিং একটি ছবি প্রকাশ করেন, যেখানে দেখা যায় বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার আইটি সেলের প্রধান তালিব হুসেন শাহ এক সময়ের লস্কর-ই-তইবার জঙ্গি ছিলেন। ২০২২ সালে রিয়াসি জেলায় স্থানীয়রা তাঁকে অস্ত্রসহ আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ জানায়, তালিব একাধিক জঙ্গি হামলায় জড়িত ছিলেন এবং তার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার হয়। বিজেপি এই অভিযোগগুলির পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে সঞ্জয় সিংয়ের বিরুদ্ধে ২২টি এফআইআরের তালিকা সামনে আনে। দলের মুখপাত্র অভিজিৎ জসরোটিয়া বলেন, "আপ যাকে বিজেপি নেতা ফয়াজ আহমদ নাজার বলে চিহ্নিত করেছে, তিনি আসলে নন। সন্ত্রাসবাদী লিংক ছিল এক অন্য ফয়াজ আহমদ ভাটের, যিনি বিজেপির কেউ নন।"তবে অন্যান্য অভিযোগগুলোর বিষয়ে বিজেপি মুখপাত্র কোনো মন্তব্য করতে চাননি। এ বিষয়ে তাঁদের নীরবতা রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন তুলেছে।

বিজেপির পক্ষ থেকে আরও দাবি করা হয়েছে, আপের এক প্রাক্তন বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী সন্ত্রাসবাদে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে টাডা-র অধীনে মামলা ছিল। সেই সঙ্গে আপের একাধিক নেতার খালিস্তানি জঙ্গি ও দেশবিরোধী শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলেও অভিযোগ তোলে বিজেপি। এই বিতর্কের কেন্দ্রে জম্মু-কাশ্মীর হলেও, এর আঁচ পৌঁছে গিয়েছে জাতীয় রাজনীতিতেও। দুই শিবিরই এখন জনসমক্ষে একে অপরকে 'সন্ত্রাসবাদের প্রশ্রয়দাতা' হিসেবে তুলে ধরতে মরিয়া। তবে সাধারণ মানুষ ও বিশ্লেষকদের প্রশ্ন, এই রাজনৈতিক লড়াইয়ের পিছনে কি সত্যিই নিরাপত্তা ও দেশপ্রেম, নাকি নির্বাচনপূর্ব কৌশল?

ঘুষকাণ্ডে গ্রেফতার ওড়িশা সিভিল সার্ভিস টপার: ১৫,০০০ টাকা ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়লেন অশ্বিনী কুমার পণ্ডা

ভুবনেশ্বর, ১৩ সেপ্টেম্বর: ওড়িশা ভিজিল্যান্স শুক্রবার বড়সড় সাফল্য পেয়েছে। ২০১৯ সালের ওড়িশা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী এবং বর্তমানে সাম্বালপুর জেলার বামরা তহসিলদার হিসেবে কর্মরত অশ্বিনী কুমার পণ্ডাকে ১৫,০০০ টাকার ঘুষ নেওয়ার সময় হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়েছে। ভিজিল্যান্স বিভাগের বিবৃতি অনুযায়ী, অভিযোগকারী ব্যক্তি নিজের কৃষিজমি বাস্তুজমিতে রূপান্তর করার জন্য তহসিল অফিসে আবেদন করেছিলেন এক মাস আগে। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার বিনিময়ে তহসিলদার অশ্বিনী কুমার প্রথমে ২০,০০০ টাকা ঘুষ দাবি করেন। পরে অভিযোগকারী টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে, তিনি ১৫,০০০ টাকায় রাজি হন এবং হুমকি দেন যে, ঘুষ না দিলে জমির মিউটেশন হবে না।

এই হুমকির পরেই অভিযোগকারী ভিজিল্যান্স অফিসারদের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। পরিকল্পনা মোতাবেক শুক্রবার একটি ফাঁদ পাতানো হয় এবং তহসিল অফিসে ঘুষ নেওয়ার সময় অশ্বিনী কুমারকে তার ড্রাইভারের মাধ্যমে টাকা গ্রহণ করতে গিয়ে গ্রেফতার করা হয়। সম্পূর্ণ ঘুষের টাকা ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এরপর ভুবনেশ্বরে অশ্বিনীর পারিবারিক বাসভবন ও পিডব্লিউডি আইবি-তে (যেখানে তিনি থাকতেন) একযোগে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। তল্লাশিতে ভুবনেশ্বরের বাড়ি থেকে নগদ ৪, ৭৩,০০০ টাকা উদ্ধার হয়েছে। তাঁর ড্রাইভার পি. প্রভীণ কুমারকেও গ্রেফতার করা হয়েছে এবং দু'জনের বিরুদ্ধেই দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের অধীনে মামলা রুজু হয়েছে। বর্তমানে তদন্ত চলছে।

৩২ বছর বয়সি অশ্বিনী কুমার পণ্ডা একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্নাতক। তিনি ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে ওএএস ট্রেনিং রিজার্ভ অফিসার পদে সরকারী চাকরিতে যোগ দেন। বামরার আগে তিনি ময়ূরভঞ্জ জেলার শামাখুন্তা তহসিলদার পদে নিযুক্ত ছিলেন।

বিহার বিধানসভা নির্বাচন: আসন বন্টন নিয়ে মহাগঠবন্ধনে টানাপোড়েন, কংগ্রেস ও ভিআইপি কড়া অবস্থানে

পাটনা, ১৩ সেপ্টেম্বর: আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনে মহাগঠবন্ধনের আসন বন্টন নিয়ে উত্তেজনা চরমে। গুরুত্বপূর্ণ শরিক দলগুলি কংগ্রেস ও বিকাশশীল ইনসান পার্টি (ভিআইপি) নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকায় আলোচনায় জট তৈরি হয়েছে। তার উপর রাষ্ট্রীয় লোক জনশক্তি পার্টি ও ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা-র মহাগঠবন্ধনে সম্ভাব্য অন্তর্ভুক্তি এই জটিলতা আরও বাড়িয়েছে।

রাহুল গান্ধীর 'ভোটাধিকার যাত্রা'-র মাধ্যমে রাজ্যে ব্যাপক জনসমর্থনের দাবি তুলে কংগ্রেস ৭০টি আসনের দাবি করছে ২০২০ সালে তারা যতগুলো আসনে লড়েছিল। যদিও সেই নির্বাচনে কংগ্রেস মাত্র ১৯টি আসনেই জিততে পেরেছিল।

অন্যদিকে, তাদের প্রধান শরিক আরজেডি ১৪৪টি আসনে লড়ে ৭৫টি আসনে জয়ী হয়েছিল, যা তাকে ২৪৩ সদস্যবিশিষ্ট বিধানসভায় একক বৃহত্তম দল করে তোলে। তবে এনডিএ ১২৫টি আসন জিতে ক্ষমতায় ফিরে আসে, মহাগঠবন্ধনের ঝুলিতে যায় ১১০টি আসন। অনেকের মতে, কংগ্রেসের খারাপ স্ট্রাইক রেটই তখন জোটের ভরাডুবির অন্যতম কারণ ছিল।

বিহার কংগ্রেসের এক শীর্ষ নেতা জানান, "ভোটাধিকার যাত্রা-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যে কংগ্রেস কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা হয়েছে। আমরা এখন আরজেডি-র উপর নির্ভরশীল নয়, বরং একটি জাতীয় দল হিসেবে আমাদের সম্মানজনক আসন দরকার। ২০২৪ লোকসভা ভোটে কংগ্রেস ৩টি ও আরজেডি ৪টি আসনে জিতেছে এটা মাথায় রাখতে হবে।"

অপরদিকে, এআইসিসি-র বিহার ইনচার্জ কৃষ্ণা অল্লাভারু দিল্লিতে বলেন, "কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন, তা বিহারের জনগণ ঠিক করবেন।" রাজনৈতিক মহলের মতে, এই মন্তব্যের মাধ্যমে কংগ্রেস আরজেডি-কে বার্তা দিতে চেয়েছে যে তারা তেজস্বী যাদবের মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী হওয়াকে নিঃশর্তভাবে মেনে নিচ্ছে না।

ভিআইপি নেতা মুকেশ সহানীও আরজেডি-র উপর চাপ বাড়িয়ে ৬০টি আসনের দাবি করেছেন এবং তাঁকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করার অনুরোধ জানিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। যদিও তিনি শেষ পর্যন্ত ২০-২৫টি আসনে রাজি হতে পারেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভাষণে উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়নের বার্তা, ৯,০০০ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস

আইজল, ১৩ সেপ্টেম্বর: নয়াদিল্লি: ১৩ সেপ্টেম্বর,২০২৫: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ মিজোরামের আইজল"এ ৯,০০০ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করেছেন। এই প্রকল্পগুলি রেলপথ, সড়কপথ, জ্বালানি, ক্রীড়া সহ একাধিক ক্ষেত্রের চাহিদা পূরণ করবে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ভগবান পাথিয়ানের কাছে মাথা নত করেন, যিনি নীল পর্বতমালার সুন্দর ভূমি পর্যবেক্ষণ করেন। দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন যে, তিনি মিজোরামের লেংপুই বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন এবং খারাপ আবহাওয়ার কারণে আইজলের মানুষের সঙ্গে যোগ দিতে পারেননি। এই পরিস্থিতি সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন যে, এই ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভাষণ দিতে গিয়েও তিনি মিজোরামের মানুষের ভালবাসা ও স্নেহ অনুভব করতে পারছেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনই হোক বা জাতি গঠন, মিজোরামের জনগণ সর্বদাই এক্ষেত্রে অবদান রাখতে এগিয়ে এসেছে বলে উল্লেখ করেন মোদী। তিনি বলেন, লালনু রোপুইলিয়ানি এবং পাসালথা খুয়াংচেরার মতো ব্যক্তিত্বের আদর্শ জাতিকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। মোদী জোর দিয়ে বলেন, ত্যাগ ও সেবা, সাহস ও সহানুভূতি মিজো সমাজে গভীরভাবে গেঁথে আছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ মিজোরাম ভারতের উন্নয়ন যাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এই দিনটিকে দেশের জন্য, বিশেষ করে মিজোরামের জনগণের জন্য ঐতিহাসিক বলে বর্ণনা করে মোদী বলেন, 'আজ থেকে আইজল ভারতের রেল মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে।' অতীতের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কয়েক বছর আগে তিনি আইজল রেলপথের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি গর্বের সঙ্গে রেলপথটি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। মোদী বলেন, কঠিন ভূখণ্ড সহ অনেক চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও বৈরাবি-সাইরাং রেলপথ এখন বাস্তবে পরিণত হয়েছে। তিনি প্রকৌশলীদের দক্ষতা এবং শ্রমিকদের মনোভাবের প্রশংসা করে বলেন, তাদের প্রচেষ্টায় এই সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।

সরকারের সঙ্গে জনগণের হৃদয় সবসময়ই সরাসরি সংযুক্ত রয়েছে বলে নিশ্চিত করে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, এই প্রথমবারের মতো মিজোরামের সাইরাং রাজধানী এক্সপ্রেসের মাধ্যমে দিল্লির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হচ্ছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এটি কেবল একটি রেল সংযোগ নয়, রূপান্তরের একটি জীবনরেখা এবং এটি মিজোরামের জনগণের জীবন ও জীবিকায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে। মোদী উল্লেখ করেন যে, মিজোরামের কৃষক ও ব্যবসায়ীরা এখন সারা দেশে আরও বেশি বাজারে পৌঁছাতে পারবেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, জনগণ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে আরও বেশি বিকল্পের সুযোগ পাবে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, এই রেলপথ চালুর ফলে পর্যটন, পরিবহণ এবং আতিথেয়তার ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে দেশের কিছু রাজনৈতিক দল ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করে আসছে। তিনি মন্তব্য করেন যে, তাদের মনোযোগ ছিল শুধু বেশি ভোট এবং আসন পাওয়া, সার্বিক পরিকাঠামো উন্নয়নের কোন লক্ষ্য ছিল না ফলস্বরূপ, মিজোরামের মতো রাজ্যগুলি সহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। মোদী জোর দিয়ে বলেন, বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি খুব আলাদা এবং আগে যারা অবহেলিত ছিলেন, তারা এখন সামনের সারিতে রয়েছেন। তিনি আরও বলেন, যারা একসময় প্রান্তিক হয়ে পড়েছিলেন, তারা এখন মূলধারার অংশ। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিগত ১১ বছর ধরে সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। তিনি বলেন, এই অঞ্চলটি ভারতের বিকাশের চালিকাশক্তি হয়ে উঠছে।

বিগত বছরগুলিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অনেক রাজ্যকে প্রথমবারের মতো ভারতের রেল মানচিত্রে স্থান দেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত সরকার গ্রামীণ সড়ক ও মহাসড়ক, মোবাইল ও ইন্টারনেট সংযোগ, বিদ্যুৎ, নলের জল এবং এলপিজি সংযোগ সহ সমস্ত ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছে। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে বিমান ভ্রমণের জন্য উড়ান প্রকল্প থেকে মিজোরামও উপকৃত হবে এবং জানান যে এই অঞ্চলে শীঘ্রই হেলিকপ্টার পরিষেবা শুরু হবে। তিনি বলেন, এর ফলে মিজোরামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রবেশাধিকার উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''অ্যাক্ট ইস্ট নীতি এবং উদীয়মান উত্তর-পূর্ব অর্থনৈতিক করিডর উভয় ক্ষেত্রেই মিজোরামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, কালাদান মাল্টি-মডেল ট্রানজিট ট্রান্সপোর্ট প্রকল্প এবং সাইরাং-হাম্বাউচুয়া রেলপথের মাধ্যমে মিজোরাম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে যুক্ত হবে। তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন, এই সংযোগ উত্তর-পূর্ব ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্য ও পর্যটনকে উৎসাহিত করবে।

মিজোরাম প্রতিভাবান যুবকদের আশীর্বাদে সমৃদ্ধ বলে উল্লেখ করে মোদী জোর দিয়ে বলেন, সরকারের লক্ষ্য হল তাদের ক্ষমতায়ন করা। তিনি জানান, মিজোরামে ইতিমধ্যেই ১১টি একলব্য আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও ৬টি বিদ্যালয় চালু করার কাজ চলছে। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, উত্তর-পূর্বাঞ্চল স্টার্ট-আপগুলির একটি প্রধান কেন্দ্র হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে। এই অঞ্চলে বর্তমানে প্রায় ৪,৫০০ টি স্টার্ট-আপ এবং ২৫ টি ইনকিউবেটর কাজ করছে বলে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, মিজোরামের যুব সম্প্রদায় সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছে এবং নিজেদের ও অন্যদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করছে।

বিশ্ব ক্রীড়ার ক্ষেত্রে ভারত দ্রুত একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই প্রবৃদ্ধি দেশে ক্রীড়া অর্থনীতিরও জন্ম দিচ্ছে। তিনি খেলাধুলায় মিজোরামের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরে ফুটবল এবং অন্যান্য শাখায় অনেক চ্যাম্পিয়ন তৈরিতে এর অবদানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সরকারের ক্রীড়া নীতি মিজোরামকেও উপকৃত করছে। মোদী বলেন, ''খেলো ইন্ডিয়া 'প্রকল্পের আওতায় আধুনিক ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। তিনি জানান, সরকার সম্প্রতি ''খেলো ইন্ডিয়া খেল নীতি 'নামে একটি জাতীয় ক্রীড়া নীতি চালু করেছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই উদ্যোগ মিজোরামের যুব সমাজের জন্য নতুন সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত করবে।

দেশ-বিদেশে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সুন্দর সংস্কৃতির দূত হিসেবে কাজ করতে পেরে প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সম্ভাবনা প্রদর্শন করে এমন মঞ্চগুলিকে উৎসাহিত করার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। কয়েক মাস আগে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত অষ্টলক্ষ্মী উৎসবে তার অংশগ্রহণের কথা স্মরণ করে মোদী বলেন, এই উৎসবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বস্ত্র, কারুশিল্প, জিআই-ট্যাগযুক্ত পণ্য এবং পর্যটনের সম্ভাবনা তুলে ধরা হয়েছে। ''রাইজিং নর্থ ইস্ট সামিট '-এ প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি এই অঞ্চলের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করেছেন এবং বলেছেন যে এই শীর্ষ সম্মেলন ব্যাপক বিনিয়োগ ও প্রকল্পের পথ প্রশস্ত করছে। মিজোরামের বাঁশজাত পণ্য, জৈব আদা, হলুদ এবং কলা সুপরিচিত বলে উল্লেখ করে মোদী আরও বলেন, ''ভোকাল ফর লোকাল 'উদ্যোগটি উত্তর-পূর্বের কারিগর ও কৃষকদের ব্যাপকভাবে উপকৃত করেছে।

সহজে জীবনযাপন এবং সহজে ব্যবসা করার জন্য সরকার ধারাবাহিকভাবে পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সংস্কার' সম্প্রতি চালু করা হয়েছে এবং এর অর্থ অনেক পণ্যের উপর কর কমানো, যা পরিবারের জীবনকে সহজ করে তুলেছে। তিনি স্মরণ করেন যে ২০১৪ সালের আগে, এমনকি টুথপেস্ট, সাবান এবং তেলের মতো দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতেও ২৭ শতাংশ কর আরোপ করা হত। আজ, তিনি উল্লেখ করেন, এই পণ্যগুলির উপর শুধুমাত্র পাঁচ শতাংশ জিএসটি প্রযোজ্য। মোদী বলেন, বিরোধীদের শাসনামলে ওষুধ, টেস্ট কিট এবং বীমা পলিসিতে প্রচুর কর আরোপ করা হত। তিনি বলেন, এর ফলে স্বাস্থ্যসেবা ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে এবং বীমা সাধারণ পরিবারের কাছে অগম্য হয়ে পড়ে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আজ এই সমস্ত পরিষেবা এবং পণ্যগুলি সাশ্রয়ী মূল্যের হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, নতুন জিএসটি হার ক্যান্সারের মতো গুরুতর রোগের ওষুধকে আরও সস্তা করে তুলবে। তিনি জানান, ২২ সেপ্টেম্বরের পর সিমেন্ট ও নির্মাণ সামগ্রীও সস্তা হয়ে যাবে। মোদী উল্লেখ করেন যে, স্কুটার ও গাড়ি প্রস্তুতকারী অনেক সংস্থা ইতিমধ্যেই দাম কমিয়েছে। আসন্ন উৎসবের মরশুম সারা দেশে আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংস্কারের অংশ হিসাবে বেশিরভাগ হোটেলে জিএসটি হ্রাস করে মাত্র ৫ শতাংশ করা হয়েছে। তিনি বলেন, বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ, হোটেলে থাকা এবং বাইরে খাওয়া এখন আরও সাশ্রয়ী হয়ে উঠবে। মোদী জোর দিয়ে বলেন যে, এর ফলে আরও বেশি মানুষ দেশের বিভিন্ন অংশে ভ্রমণ, অন্বেষণ এবং উপভোগ করতে উৎসাহিত হবেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, উত্তর-পূর্বের মতো পর্যটন কেন্দ্রগুলি এই পরিবর্তন থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হবে। তিনি বলেন, '২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম কোয়ার্টারে ভারতের অর্থনীতি ৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর অর্থ হল, ভারত বিশ্বের দ্রুততম ক্রমবর্ধমান প্রধান অর্থনীতি।' মোদী বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, দেশটি মেক ইন ইন্ডিয়া এবং রপ্তানির ক্ষেত্রেও শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি দেখছে। অপারেশন সিন্দুরের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশ দেখেছে কীভাবে ভারতীয় সেনারা সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষকদের শিক্ষা দেয়। তিনি বলেন, সশস্ত্র বাহিনীর জন্য সমগ্র দেশ আজ গর্বে পরিপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, এই অভিযানের সময় ভারতের তৈরি অস্ত্রগুলি দেশকে রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তিনি আরও বলেন, ভারতের অর্থনীতি ও উৎপাদন ক্ষেত্রের বিকাশ জাতীয় নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রধানমন্ত্রী মিজোরামসহ দেশের প্রতিটি নাগরিক, প্রতিটি পরিবার এবং প্রতিটি অঞ্চলের কল্যাণে সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে উন্নত ভারত গড়ে তোলা হবে এবং এই যাত্রায় মিজোরামের জনগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি মিজোরামের জনগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং ভারতের রেল মানচিত্রে আইজলকে স্বাগত জানান। তিনি পুনরায় বলেন, যদিও আবহাওয়ার কারণে তিনি আইজলের জনগণের কাছে যেতে পারেননি।

মিজোরামের রাজ্যপাল জেনারেল ভি কে সিং, মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী লালদুহোমা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বমানের পরিকাঠামো এবং শেষ মাইল সংযোগের প্রতি তার অঙ্গীকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রধানমন্ত্রী ৮,০৭০ কোটি টাকারও বেশি বৈরাবি-সাইরাং নতুন রেলপথের উদ্বোধন করেন, যা মিজোরামের রাজধানীকে প্রথমবারের মতো ভারতীয় রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করেছে। চ্যালেঞ্জিং পাহাড়ি অঞ্চলে নির্মিত রেললাইন প্রকল্পে জটিল ভূতাত্ত্বিক পরিস্থিতিতে নির্মিত ৪৫টি সুড়ঙ্গ রয়েছে। উপরন্তু, এর মধ্যে ৫৫টি বড় সেতু এবং ৪৪টি ছোট সেতু রয়েছে। মিজোরাম এবং দেশের অন্যান্য অংশের মধ্যে সরাসরি রেল যোগাযোগ এই অঞ্চলের মানুষকে নিরাপদ, দক্ষ এবং সাশ্রয়ী ভ্রমণের বিকল্প প্রদান করবে। এটি খাদ্যশস্য, সার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সময়োপযোগী এবং নির্ভরযোগ্য সরবরাহও নিশ্চিত করবে, যার ফলে সামগ্রিক লজিস্টিক দক্ষতা এবং আঞ্চলিক অ্যাক্সেসযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

প্রধানমন্ত্রী এই উপলক্ষে তিনটি নতুন এক্সপ্রেস ট্রেন, সাইরাং (আইজল)-দিল্লি (আনন্দ বিহার টার্মিনাল) রাজধানী এক্সপ্রেস, সাইরাং-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস এবং সাইরাং-কলকাতা এক্সপ্রেসের সূচনা করেন। আইজল এখন রাজধানী এক্সপ্রেসের মাধ্যমে সরাসরি দিল্লির সঙ্গে যুক্ত হবে। সাইরাং-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস মিজোরাম ও অসমের মধ্যে যাতায়াতের সুবিধা দেবে। সাইরং-কলকাতা এক্সপ্রেস সরাসরি মিজোরামকে কলকাতার সঙ্গে যুক্ত করবে। এই বর্ধিত সংযোগ হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাজারগুলিতে প্রবেশাধিকারকে উন্নত করবে, যার ফলে এই অঞ্চল জুড়ে শিক্ষাগত, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে। এটি কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি করবে এবং এই অঞ্চলে পর্যটনকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলবে।

NOTICE FOR PART TIME ENGAGEMENT

Application are invited from the bonafide residents having PRTC of Tripura for Walk-In-Interview for engagement (Part Time basis) of the purely temporary post (One post):

Sl	Name of Post	Age limit	Educational and other Qualification	Remuneration
1	Nurse-Cum-Counselor (Part - Time)	21-40 Years	a. Diploma in General Nursing & Midwifery (GNM) or B.Sc. Nursing. b. Having registration under Tripura Nursing Council as Registered Nurse & Registered Midwife (RNRM). Note:- Desirable Qualification:- Knowledge of Bengali or Kokborok.	*Rs.200/-per hour(Maximum 3 hours. per day) *Rs.12,000/- per month.

1. The eligible interested candidates may apply along with field up bio data prescribed format which are available in the office of the undersigned and along with all necessary documents to be submitted to the office of the undersigned w.e.f.15th Sept.2025 to 22nd Sept.2025 except holidays during school hours and incomplete applications shall be rejected.
2. Date of Interview and Venue: 25th September,2025 in the Library Hall, Karbook Panjiham HS School at 11.00 AM onwards.
3. No. TA/DA is admissible for appearing the interview.
4. If any unavoidable circumstances will arise in the process the interview/engagement process must be postponed/cancelled without showing any reason.
5. The engagement of Nurse-Cum-Counselor will be purely on part-time basis and candidates engaged can not claim any full time/regularization of this job in the future.
6. The concerned Hub School shall have full liberty to disengaged the Nurse-Cum-Counselor in case of Irregularities/unsatisfactory performances.

Copy forwarded to:
1. The Directorate of Secondary Education,Agartala for favour of kind information please.
2. The District Education Officer, Gomati District for favour of kind information please.
3. The Director, Information and Cultural Affairs Department, Govt. of Tripura, Agartala for kind information with request to publish the same as advertisement in the particular newspapers.
4. The Notice Board, in this Office.

(K. Debbarma)
Vice Principal
Karbook Panjiham HS School
Karbook, Gomati, Tripura

ICA/D-962/25

কন্যা সন্তানদের গুরুত্ব দিতে পিতা-মাতা সহ সকলের প্রতি আহ্বান মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর:কন্যা সন্তানদের গুরুত্ব দিতে পিতা-মাতা সহ সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। কন্যা সন্তানদের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে, যত্ন নিতে হবে কন্যা সন্তানদের। কারণ একটি কন্যা সন্তান সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় কন্যা সন্তানদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এমনই অভিমত ব্যক্ত করলেন ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

কন্যা সন্তানদের শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করে চলেছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা রাতে ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মহারানীপুর কপালি টিলা এলাকায় জনগণদের সাথে মত বিনিময় সভাতে অংশগ্রহণ করেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তিনি এলাকার বিশেষ করে বন্য দাঁতাল হাতির তাণ্ডব থেকে কৃষি জমি সহ এলাকা বাসীদের রক্ষা করার জন্য কি কি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যায় এবং কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেই বিষয়ে উপস্থিত গ্রামবাসীদের সাথে মত বিনিময় করেন। তিনি বলেন এই এলাকায় বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম সমস্যা হল বন্য দাঁতাল হাতির তাণ্ডব। বন্য দাঁতাল হাতির তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গ্রামবাসীরা। অনেকের প্রাণও হারাতে হয়েছে অকালে। তিনি বলেন কন্যা সন্তানদের রক্ষার জন্য প্রতিটি অভিভাবক অভিভাবিকাগনদের সচেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। কারণ আজকাল কন্যা সন্তানরা পরিবারের বোঝা নয়। বরং কন্যা সন্তানরা পরিবার রক্ষার পাশাপাশি দেশ রক্ষার্থে কাজ করে চলেছে। তিনি উপস্থিত গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন, বাল্যবিবাহ রোধে সকলকে একত্রিত হয়ে কাজ করতে হবে। তাহলে একটি আদর্শনিষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থা গরে উঠবে।

দেবী ফেস্টের উদ্যোগে চিল্ড্রেন পার্কে মেলার আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর: দুর্গা পুজোকে সামনে রেখে গতবারের ন্যায় এবারও দেবী ফেস্ট এর পক্ষ থেকে আগরতলা চিল্ড্রেন পার্কে মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এই মেলায় রাজ্য এবং বহির রাজ্যের ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন কেনাকাটার সামগ্রি নিয়ে পসরা সাজিয়ে বসেছেন।

হাতে গোনা কয়েকদিন পরই বাঙালি হিন্দুরা মেতে উঠবেন শারদোৎসবে। আর এই শারদ উৎসবকে সামনে রেখে নতুন কাপড় কেনাকাটার পাশাপাশি সাজ সজ্জার নানা সামগ্রী কেনার জন্য বাঙালি হিন্দুরা ভিড় জমান দোকানে।

আর তাদের কথা মাথায় রেখেই দেবী ফেসট এর পক্ষ থেকে প্রতিবারের ন্যায় এবারও আগরতলা চিলড্রেন পার্কে মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এই মেলায় রাজ্য এবং বহির রাজ্যের ব্যবসায়ীরা হরেক রকমের সাজ সরঞ্জাম নিয়ে পসরা সাজিয়ে বসেছেন। মেলায় ক্রেতাদের জন্য রয়েছে নুতন কাপড় ও হরেক রকমের সাজ সরঞ্জামে কেনার সুবিধা। অন্যদিকে মেলা কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রতিযোগিতারও আয়োজন রেখেছে দেবী ফেস্ট। প্রতিযোগিতা গুলির মধ্যে রয়েছে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা আবৃতি এবং একাঙ্গ সঙ্গীত।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রয়াত প্রদীপ দত্ত ভৌমিককে আগরতলা প্রেস ক্লাবের স্মরণ

আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর : আগরতলা প্রেস ক্লাবের বরিষ্ঠ সদস্য এবং দৈনিক সংবাদ পত্রিকার প্রাক্তন বার্তা সম্পাদক প্রয়াত প্রদীপ দত্ত ভৌমিককে আজ শনিবার স্মরণ করলো আগরতলা প্রেসক্লাব। ব্যক্তি মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন অনন্যবোধের অধিকারী। উনার সততা ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার দিকটিও স্মৃতিচারণায় উঠে এসেছে আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকারসহ বরিষ্ঠ সাংবাদিকদের আলোচনায়। এদিন সন্ধ্যা পাঁচটায় আগরতলা প্রেসক্লাবের হলঘরে হয় শোক সভা। শুরুতেই প্রয়াত প্রদীপ দত্ত ভৌমিককে ফুল মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সাংবাদিক, চিত্র সাংবাদিক, সংবাদ কর্মী সহ তাদের পরিবারের লোকজন। এই আলোকময় ব্যক্তি ছিলেন কঠোর ও কঠিন পথের সার্থক উত্তরসূরী। স্মৃতিচারণে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক রমাকান্ত দে। এরপর সকলে কিছু সময় দাঁড়িয়ে তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। অগণিত মানুষের হৃদয় জয় করা প্রয়াত প্রদীপ দত্ত ভৌমিকের স্মৃতিচারণা করে আলোচনা করেন আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার, বিশিষ্ট প্রবীণ সাংবাদিক বিমান ধর, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সহ সভাপতি চিত্রা রায়, সম্পাদক সঞ্জীব দেব, বরিষ্ঠ সাংবাদিক জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য, দৈনিক সংবাদের বার্তা সম্পাদক সঞ্জয় পালসহ প্রদীপ দত্ত ভৌমিকের পরিবারের সদস্যা। আগরতলা প্রেসক্লাবের তরফে প্রয়াত সদস্য প্রদীপ দত্ত ভৌমিকের পুত্র প্রবুদ্ধ দত্ত ভৌমিকের হাতে শোক লিপি তুলে দেওয়া হয়। প্রয়াত সদস্যের কর্মজীবনের সততা একনিষ্ঠতা এবং সাংবাদিকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি সাংবাদিকতার মান উন্নয়নের প্রশ্নেও তারা যে অতুলনীয় অবদান রেখে গেছেন সেটা পালনের মধ্যে দিয়ে তাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানোর আহ্বান জানিয়েছেন সকলেই।

বাইক ও টমটমের সংঘর্ষে আহত দুই

আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর: বাইক ও টমটমের সংঘর্ষে দুজন আহত হয়েছেন। ঘটনা ধর্মনগরের নয়াপাড়া স্কুলের কাছে। আহতদের ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ধর্মনগরের নয়াপাড়া স্কুলের কাছে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে একটি বাইক ও একটি টুকটুক। ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন বাইকের চালক ও সহচালক। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তারা চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন।

কমলপুর নজরুল ভবনে বিভিন্ন ঔষধ এবং ডকুমেন্টস বিষয় নিয়ে সচেতনতা শিবির ও রক্তদান কর্মসূচি

আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরা কেমিস্ট্রি এন্ড ড্রাগস এবং অল ত্রিপুরা প্যাথলজিক্যাল এন্ড রেডিওলজিক্যাল ক্লিনিক কমলপুর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে শনিবার কমলপুর নজরুল ভবনে বিভিন্ন ঔষধ এবং ডকুমেন্টস বিষয় নিয়ে সচেতনতা শিবির ও রক্তদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

ত্রিপুরা কেমিস্ট্রি এন্ড ড্রাগস এবং অল ত্রিপুরা প্যাথলজিক্যাল এন্ড রেডিওলজিক্যাল ক্লিনিকের উদ্যোগে কমলপুর নজরুল ভবনে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজ্যের ডেপুটি ড্রাগস কন্টোলার কাঞ্চন সিনহা। উপস্থিত ছিলেন, বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে এস ডি এম ও ডাক্তার শুভাশিস দে, ধলাই জেলার ড্রাগস ইন্সপেক্টর বিশ্বজিৎ সিংহ রায়, পশ্চিম জেলার ড্রাগস ইন্সপেক্টর অভিজিৎ দাস, উত্তর জেলার ড্রাগস ইন্সপেক্টর সুপ্রিয় দাস, দক্ষিণ জেলার ড্রাগস ইন্সপেক্টর আদিত্য প্রকাশ চাকমা, কমলপুর মহকুমার কেমিস্ট্রি এন্ড ড্রাগ স এসোসিয়েশনের সভাপতি অসিত শ্যাম, সম্পাদক গোপাল ভট্টাচার্য্য, কমলপুর প্যাথলজিক্যাল এন্ড রেডিওলজিক্যাল এসোসিয়েশনের সভাপতি মিন্টু দেবনাথ ও সম্পাদক সুব্রত বনিক প্রমুখ। এদিন সচেতনতা শিবিরে মহকুমা থেকে প্রচুর কেমিস্ট্রি অ্যান্ড ড্রাগ স এসোসিয়েশনের সদস্যরা এবং প্যাথলজিক্যাল এন্ড রেডিওলজিক্যাল ক্লিনিক এসোসিয়েশনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। রক্তদান কর্মসূচীতে মোট ১৫ জন স্বেচ্ছায় রক্তদানে অংশ নেন।

ফুটবল প্রতিযোগিতায় লভ্যাংশের ৫০ হাজার অর্থরাশি কালী মন্দির উন্নয়ন কমিটির হাতে তুলে দিয়েছে এভারগ্রীন সামাজিক সংস্থা

আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর: ফুটবল প্রতিযোগিতায় লভ্যাংশের ৫০ হাজার অর্থ রাশি কমলেশ্বরী কালীবাড়ি মন্দির নির্মাণের জন্য মন্দির উন্নয়ন কমিটির হাতে তুলে দিয়েছে এভারগ্রীন সামাজিক সংস্থা।

গত ১১ আগস্ট থেকে কমলপুর কালীবাড়ি ফুটবল মাঠে এভারগ্রীন সামাজিক সংস্থা পরিচালিত ধলাই জেলার সব থেকে বড় প্রহ্লাদ সিনহা স্মৃতি প্রাইজ মানি নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা সমাপ্তের পর টিকিটের উদ্বৃত্ত ৫০ হাজার অর্থ রাশি কমলেশ্বরী কালীবাড়ি মন্দির নির্মাণের জন্য মন্দির উন্নয়ন কমিটির সচিব সুপ্রিয় দত্তের নিকট মুক্ত হস্তে দান করেন এভারগ্রীন সামাজিক সংস্থার পক্ষে সংস্থার সভাপতি পিন্টু শর্মা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, কালীবাড়ি মন্দির উন্নয়ন কমিটির কোষাধ্যক্ষ কৃষ্ণ বর্মন, সদস্য নিখিল চন্দ্র দেব, যোগেন্দ্র পাল, এভারগ্রীন সামাজিক সংস্থার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি পিন্টু শর্মা, সংস্থার কোষাধ্যক্ষ রাজেন তেওয়ারি, মলয় চক্রবর্তী, রাজীব রায় প্রমুখ।

সংস্থার সভাপতি পিন্টু শর্মা বলেন, এভারগ্রীন সামাজিক সংস্থা পরিচালিত প্রহ্লাদ সিনহা স্মৃতি প্রাইজ মানি নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার শেষে উদ্বৃত্ত অর্থ রাশি ৫০ হাজার টাকা অর্থ রাশি কমলেশ্বরী কালীবাড়ি মন্দির নির্মাণের জন্য দেওয়া হয়। কালীমন্দির উন্নয়ন কমিটির সচিব সুপ্রিয় দত্ত বলেন।

অরুণাচল প্রদেশের তামাং বৌদ্ধ মন্দিরের আদলে প্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে মধ্য কাশীপুর ফরওয়ার্ড ক্লাবে

আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর: ৫ লক্ষ টাকার বাজেট নিয়ে এবার শারদ উৎসব করতে চলেছেন মধ্য কাশিপুর ফরওয়ার্ড ক্লাব। এবার পুজোয় অরুনাচল প্রদেশের তামাং বুদ্ধ মন্দিরের আদলে প্যান্ডেল নির্মাণ করছেন। শনিবার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ফরওয়ার্ড ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জানান, প্রতিমা শিল্পী ও মন্ডপ শয্যায় থাকছেন রাজ্যের শিল্পীরা। পুজোর দিনগুলোতে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন। তাছাড়াও প্রত্যেক বছরের ন্যায় এই বছর ও এলাকার মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই এলাকায় পুজোর চাঁদা নিয়ে কোনরকম বচসার সৃষ্টি হয় না।

প্রত্যেক বছরের ন্যায় এই বছরও দর্শনার্থীদের ভিড় লক্ষ্য করা যাবে বলে জানান তিনি।

পুলিশ অভিযানে প্রচুর পরিমাণ বিলেতি মদ উদ্ধার

আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর : পুলিশ অভিযানে প্রচুর পরিমাণ বিলেতি মদ উদ্ধার হয়েছে। আজ বেলা বারোটা নাগাদ খোয়াই এর গৌরাঙ্গটিলা এলাকায় আমন দেববর্মা নামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে প্রচুর সংখ্যক বিলেতি মদ আটক করা হয়।

ঘটনার বিবরণ জানা যায়, সাদা পোশাক পরিহিত পুলিশের কাছে গোপন খবর ছিল আমন দেববর্মার বাড়িতে প্রচুর বিলেতি মদ রয়েছে।

ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য আরও সুদৃঢ় করা এবং সাংস্কৃতিক আদান প্রদানকে উৎসাহিত করা এই সময়ের বিশেষ দাবি: রাজ্যপাল

আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর: ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য আরও সুদৃঢ় করা এবং সাংস্কৃতিক আদান প্রদানকে উৎসাহিত করা এই সময়ের বিশেষ দাবি। পৃথিবী এখন এমন একটা সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে যেখানে প্রায়শই সংকীর্ণ সীমানা দিয়ে বিভাজনের রেখা দেখা যাচ্ছে। সেই জায়গায় তরুণ স্কাউটস এবং গাইডরা এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের এক পৃথিবী গড়ে তুলছে। যেখানে বহুত্বের মধ্যে ঐক্য শুধু একটি শ্লোগান নয় বরং বাস্তব অভিজ্ঞতা। গতকাল সন্ধ্যায় আরবান হাট পূর্বাশায় অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় সংহতি শিবিরের গ্র্যান্ড ক্যাম্পফায়ার, সমাপনী অনুষ্ঠান এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নান্নু একথা বলেন।

তিনি বলেন, জাতীয় সংহতি শিবির ২০২৫ শুধু একটি ইভেন্ট নয়, এটি এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের চেতনার এক শক্তিশালী প্রকাশ যা, আমাদের মহান জাতিকে এক সূত্রে বেঁধে রেখেছে। তিনি বলেন, এই শিবিরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি আমাদের জাতি গঠনের প্রক্রিয়ার মূল্যবোধের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই শিবির সমগ্র ভারত এবং তার বাইরে থেকে আসা স্কাউটস ও গাইডদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন, আজীবন স্থায়ী বন্ধুত্ব করে তোলা এবং তাদের মধ্যে জাতীয় সংহিত ও সাংস্কৃতিক সম্প্রীতির সত্যিকারের চেতনাকে গ্রহণ করার এক অনন্য সুযোগ এনে দিয়েছে। কারণ তারাই হচ্ছে শান্তিপূর্ণ এবং ঐক্যবদ্ধ পৃথিবীর ভবিষ্যতের স্থপতি। বিশেষ অতিথির ভাষণে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় স্কাউটস এবং গাইডদের গুরুত্ব নিয়ে বক্তব্য রাখেন। ভারত স্কাউটস এন্ড গাইড-র প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. কে কে খাণ্ডেয়াল জাতি গঠনে ভারত স্কাউটস এন্ড গাইড-র অবদান ও ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন ভারত স্কাউটস এন্ড গাইড-র এক্সিকিউটিভডিরেক্টর অমর বি ছেত্রি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এল ডার্লং। শিবিরে স্কাউটস এবং গাইডরা জাতীয় সংহতির উপর নৃত্য পরিবেশন করেন। দেশের বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে আসা স্কাউটস ও গাইডরা এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর এবং ত্রিপুরা ভারত স্কাউটস ও গাইড এই শিবিরের আয়োজন করেছিল। রাজ্যপাল বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় জয়ী স্কাউটস ও গাইড শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

দক্ষিণ জেলার বিজেপি কার্য্যকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন মিডিয়া ইনচার্জ সৌরভ শিকদার

বিলোনিয়া,১৩ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজীর লক্ষ্য এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গঠন করা। এই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে চলছে বিজেপি দল। এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত এর প্রচার এবং প্রসার নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রচারক হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে এলেন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি দলের মিডিয়া ইনচার্জ সৌরভ শিকদার। আজ তিনি দক্ষিণ জেলার বিজেপি কার্যালয়ে জেলার বিজেপি কার্য্যকর্তাদের নিয়ে এই বিষয়ে বৈঠক করেন।

সাথে ছিলেন বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ মিডিয়া ইনচার্জ সুনিত সরকার, বিজেপি দক্ষিণ জেলা সভাপতি দ্বীপায়ন চৌধুরী, দক্ষিণ জেলা সভাধিপতি দীপক দত্ত, বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের ভাবনা নিয়ে বলতে গিয়ে ত্রিপুরার প্রচারক সৌরভ শিকদার বলেন সারা ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য প্রধানমন্ত্রীর এই ভাবনা।

তিনি জানান, এই ভাবনা নিয়ে প্রত্যেকটি ক্লাব এবং সংগঠন গুলির সাথে কথা বলবেন। বিশেষ করে ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। তাই মুখ্য উদ্দেশ্য বাংলা এবং ত্রিপুরার সাথে মেলবন্ধন গড়ে তোলা পাশাপাশি ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যগুলি সম্পর্কে নিবিড় ভাবে জানার জন্য এই এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত এর পরিকল্পনা।

বাল্যাবিবাহ নির্মূল করার লক্ষ্যে সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন

আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর: বিতান সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে বাল্যাবিবাহ নির্মূল করার লক্ষ্যে এক সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করা হয়। বিতান সামাজিক সংস্থার উদ্দোগে বাল্যাবিবাহ নির্মূল করার লক্ষে ' বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার সপ্তাহ' অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন ধর্মস্থানে ধর্মগুরুদের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক এবং শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান করা হচ্ছে।

ধর্মগুরুদের বার্তা সমাজের সকলস্তরের মানুষের মধ্যে একটি বার্তা যাবে যে বাল্যাবিবাহ একটি অভিশাপ এবং আমাদের সকলকে এর থেকে বিরত থাকা জরুরী।বাল্যাবিবাহের ফলে শিশুদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠে এবং সমাজের উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাড়ায়। এদিনের কর্মসূচি হিসেবে বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে ধর্মগুরুদের নিয়ে শপথ বাক্যও পাঠ করানো হয় যে ১৮ বছরের নীচে মেয়েদের এবং ২১ বছরের নীচে ছেলেদের বিয়ে দেওয়া হবে না। যদি নাবালিকা বিয়ে সংক্রান্ত কোন খবর আসে তা তৎক্ষণাৎ প্রশাসনকে জানানো হবে।

একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের

● প্রথম পাতার পর

সঙ্গে যুক্ত করবে। এছাড়া ৪০০ কোটি টাকায় নির্মিত ইম্ফল বিমানবন্দর এবং হেলিকপ্টার সেবা চালুর ফলে রাজ্যের বিমান যোগাযোগও উন্নত হয়েছে।

মোদি উল্লেখ করেন, কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই মণিপুরে প্রায় ৬০, ০০০ পরিবারকে পাকা বাড়ি দিয়েছে, ১ লক্ষাধিক পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়েছে এবং ৩.৫ লক্ষ পরিবারের ঘরে নলকূপের জল পৌঁছে দিয়েছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে চুরাচাঁদপুরে মেডিকেল কলেজ চালু হয়েছে এবং আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে প্রায় ২.৫ লক্ষ রোগী বিনামূল্যে চিকিৎসা পেয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "মণিপুরে শান্তি প্রতিষ্ঠা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। উত্তর-পূর্বের বহু দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সমাধান আমরা গত ১১ বছরে করেছি। সংলাপ, শ্রদ্ধা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমেই আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করছি।"

তিনি ঘোষণা করেন, বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলির জন্য ৭,০০০ নতুন বাড়ি নির্মাণ করা হবে এবং এ উদ্দেশ্যে প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজ অনুমোদিত হয়েছে।

আদিবাসী উন্নয়ন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানান, ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান-এর আওতায় মণিপুরের ৫০০-র বেশি গ্রামে কাজ চলছে। পাশাপাশি ১৮টি একলব্য মডেল আবাসিক স্কুল গড়ে তোলা হচ্ছে।

নারী উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "মণিপুরের সংস্কৃতিই নারীশক্তিকে উৎসাহিত করে। সরকারও মেয়েদের জন্য ৯টি স্থানে কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল তৈরি করছে।"

প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দেন, "মণিপুরকে শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির প্রতীক করে তুলতে কেন্দ্র সরকার সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।"

অনুষ্ঠানে মণিপুরের রাজ্যপাল অজয় কুমার ভল্লা এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

দু''দিনব্যাপী জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধন করে রাজ্যপাল জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ একটি শক্তিশালী ও দূরদর্শী রূপরেখা

আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর: জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ একটি শক্তিশালী ও দূরদর্শী রূপরেখা, যা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে গৃহীত একটি কৌশলগত জাতীয় লক্ষ্য। এটি ভারতের ঐতিহ্যগত মর্যাদাকে ফিরিয়ে এনে বিশ্বগুরু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। আজ সকালে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিবি অডিটোরিয়ামে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ আয়োজিত দু''দিনব্যাপী জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধন করে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু একথা বলেন। তিনি বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ ব্যক্তির সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রণীত হয়েছে যার মূল লক্ষ্য ভারতীয় মূল্যবোধের উপর একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা। শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতার বাজারে যাতে নিজেদের সেরা তুলে ধরতে পারেন সেদিকেও জাতীয় শিক্ষানীতি নজর দিয়েছে। তিনি বলেন, এই নীতি নমনীয় ও বহুমুখী যা ভারতীয় ভাষা ও জ্ঞান ব্যবস্থাকে গভীরভাবে উৎসাহিত করবে এবং ঐতিহ্যগত জ্ঞানকে ভবিষ্যতের প্রযুক্তির সঙ্গে একত্রীভূত করবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মণ বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ একটি যুগান্তকারী শিক্ষানীতি, যা শিক্ষার্থীদের দারুণভাবে কাজে আসবে। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক দেবরাজ পানিগ্রাহী। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক শ্যামল দাস, বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয় (লখনৌ) এর শিক্ষা বিভাগের ডিন অধ্যাপক রাজশরন শাহী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কৈলাসহরে বন্ধ

● প্রথম পাতার পর

সেন, সাধারণ সম্পাদক অরুন সাহা সহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা। অভিযোগে তিনজন কংগ্রেস কর্মীর নামোল্লেখ করা হয়েছে। অরূপ ধর দাবি করেছেন, দ্রুত তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং তাঁর ও পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে ঊনকোটি জেলা বিজেপির স্পোক পার্সন দেবাশীষ সেন সংবাদমাধ্যমকে বলেন,"অরূপ ধরের বিরুদ্ধে কংগ্রেস পরিকল্পিতভাবে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নামে যদি এভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ ও প্রাণহানিকর স্লোগান দেওয়া হয়, তবে তা স্পষ্টতই আইনের শাসনকে অবমাননা করা। আমরা চাই, পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ নিক এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।ঘটনাটি কেন্দ্র করে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

শান্তির পথই

● প্রথম পাতার পর

ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (৩,৬০০ কোটি টাকার বেশি), ৫টি জাতীয় সড়ক প্রকল্প (২,৫০০ কোটি টাকার বেশি), মণিপুর ইনফোটেক ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প এবং ৯টি স্থানে কর্মজীবী মহিলাদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ।

প্রসঙ্গত, মণিপুরে চলমান অস্থিরতার মূল কারণ মেইতেই ও কুকি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব। মেইতেই সম্প্রদায় তপশিলি জনজাতি মর্যাদা দাবি করলেও, কুকি গোষ্ঠী পৃথক প্রশাসনিক কাঠামোর দাবি করে আসছে, যেটিকে তারা ভূমি ও সম্পদের বণ্টনে বৈষম্যের ফলাফল বলে মনে করছে। এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, নতুন ভোরের আশা ও বিশ্বাস মণিপুরে উদিত হচ্ছে। শান্তি ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই, সবাইকে নিয়ে চলতে হবে সংলাপ, সম্মান ও সহযোগিতার মাধ্যমে। ভারত সরকার সর্বশক্তি দিয়ে এই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

গ্রেপ্তার ব্যাঙ্ক

● প্রথম পাতার পর

জালিয়াতিকাণ্ডে এক মহিলা ব্যাঙ্ক কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি ইউকো ব্যাঙ্ক আগরতলা শাখার ক্যাশিয়ার। মহিলার নাম রামায়নী শ্রীময়ী, বাড়ি আসামের নোয়াগাঁও। আজ তাকে তিনদিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আদালত তিনদিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেছে।

স্বামীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে স্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

ছিল। কিন্তু তার আগেই এ মহিলার মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য গোটা এলাকায়। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা হাতে নিয়েছে। এই মহিলার শ্বশুর এবং দেবরকে পুলিশ জিজ্ঞাসা করার জন্য থানায় নিয়ে যায় বলে জানিয়েছেন পূর্ব আগরতলা থানার ওসি সুব্রত দেবনাথ।

বাংলাদেশ সীমান্তে গুলিবিদ্ধ

● প্রথম পাতার পর

পাচারকারী। জানা যায়, সীমান্তবর্তী তারকাটা বেড়া সংলগ্ন গেট নম্বর ৩১ /৩২/ ৩৯ /৪৬ এলাকাগুলি দিয়ে রমরমা পাচার হয়ে থাকে। বিএসএফ আপ্রাণ চেষ্টা করেও পাঁচার বাণিজ্য রুখতে পারে না কারণ জওয়ানের সংখ্যা অনেক নগণ্য। ঘটনার পরে অন্যান্য পাচারকারীরা কবীর হোসেনকে বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহতকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

ফরেনসিক ওডন্টোলজিতে

● প্রথম পাতার পর

এবং বিদেশ থেকে আগত বিশিষ্ট প্রতিনিধিদের সম্বোধন করার সুযোগ পেয়েছি। পরিবর্তিত সময়ের সাথে সাথে অপরাধের ধরণও পরিবর্তিত হচ্ছে। তাই তদন্তের কার্য্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের পেশাগত দক্ষতাকে আরও শক্তিশালী করা এবং প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উন্নয়ন করা খুবই প্রয়োজন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ওডোনটোলজি, ফরেনসিক বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে তদন্তকে সহায়তা এবং ন্যায়বিচার প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই বিষয়ে আমি গান্ধীনগর এনএফএসইউ''র উপাচার্য্যকে ত্রিপুরাস্থিত এনএফএসইউ''তে ফরেনসিক ওডন্টোলজিতে একটি ২ বছরের এমএসসি কোর্স চালু করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি, যা উত্তর-পূর্বের সুযোগ ও দক্ষতার প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করবে। ত্রিপুরা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা দেশের চতুর্থতম ক্ষুদ্র রাজ্য। এর জনসংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ। ত্রিপুরায় অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে। আমি সবাইকে ত্রিপুরা ঘুরে দেখার আহ্বান জানাই। ২০১৮ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকার আসার আগে ত্রিপুরায় মেডিকেল কোর্সের জন্য আসন সংখ্যা সীমিত ছিল। এখন ৩টি মেডিকেল কলেজ হয়েছে। এমবিবিএস আসন সংখ্যা প্রায় ৪০০টি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঐকান্তিক সহযোগিতায় ৮/৯ মাসের মধ্যে ত্রিপুরায় একটি সুন্দর সরকারি ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যার আসন সংখ্যা ৬৩। এর পাশাপাশি বিএসসি নার্সিং কলেজ সহ আরো অনেক নার্সিং প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। ত্রিপুরায় একটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি সহ ন্যাশনাল ফরেনসিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটি, ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি, ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি, স্টেট ইউনিভার্সিটি, ট্রিপল আইটি, ত্রিপুরা ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি ও অনেক বেসরকারি ইউনিভার্সিটি রয়েছে। এনসিআরবি''র রিপোর্ট অনুযায়ী দেশের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থার দিক দিয়ে নিচের দিক থেকে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। এটা দেশের মধ্যে অন্যতম একটি শান্তিপূর্ণ রাজ্য। এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী সম্মান প্রাপক ন্যাশনাল ফরেনসিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ড. জে এম ব্যাস, গুজরাটের ডিজিপি (সিআইডি ক্রাইম) মনোজ কুমার আগরওয়াল সহ বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিনিধিগণ।

চ্যাম্পিয়ন : শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল ট্রফি এবার ব্লাড মাউথের ঘরে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ব্লাড মাউথ ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সুপার লিগে জয়ের হ্যাটট্রিক। লাগাতর তিন ম্যাচে জয় ছিনিয়ে বীরদর্পে ব্লাড মাউথ ক্লাব এবারকার প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন শিরোপা অর্জন করেছে। আগামীকাল সুপার লিগের অন্তিম ম্যাচে এগিয়ে চলো সংঘ বনাম নাইন বুলেটস-এর ম্যাচ শেষ হলে রানার্স কোন দল হবে তার বিষয়টা পরিষ্কার হবে। এক কথায় রানার্স ট্রফি কোন ক্লাবের ঘরে যাবে তা নির্ভর করছে আগামীকাল ম্যাচের রেজাল্ট এর উপর। তবে পাল্লা ভারী এগিয়ে চলো সংঘের দিকে। আগামীকালের ম্যাচে এগিয়ে চলো সংঘ প্রতিপক্ষ নাইন বুলেটস-কে এক প্রকার রুখে দিতে পারলেই রানার্স ট্রফি পেয়ে যাবে। তবে আগামীকালের ম্যাচে নাইন বুলেটস ক্লাব জয়ী হলে রানার্স ট্রফি খেতাবের জন্য গোল ব্যবধানের পরিসংখ্যান নিয়ে বসতে হবে। আজ শনিবার টিএফএ আয়োজিত শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশনের গুরুত্বপূর্ণ খেলায় ব্লাড মাউথ ক্লাব ২-০ গোলের ব্যবধানে কল্যাণ সমিতিকে পরাজিত করেছে। প্রথম ম্যাচে নাইন বুলেটস কে একমাত্র গোলে, দ্বিতীয় ম্যাচে এগিয়ে চল সংঘ কে হারানোর পর আজ, তৃতীয় ম্যাচে কল্যাণ সমিতিকে ২-০ গোলে হারিয়ে ব্লাড মাউথ ক্লাব একদিকে যেমন জয়ের হ্যাটট্রিক করেছে, অপরদিকে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি জিতে নিয়েছে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই ও আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে প্রথমার্ধের খেলা গোলশূণ্য ছিল। তবে খেলার ৫৯ মিনিটের মাথায় পারভেজ ভূঁইয়ার দুর্দান্ত গোলে ব্লাড মাউথ ক্লাব ১-০ তে এগিয়ে যায়। খেলার শেষ পর্যায়ে এন ঢাকেশ্বরী সিং আরেকটি গোল করে ব্যবধান দুই-শূন্য করে নেয়। এবং জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়। পক্ষান্তরে কল্যাণ সমিতি পুরো ৯০ মিনিটের খেলায় একাধিক গোলের সুযোগ পেলেও সাফল্য পায়নি। উপরন্ত দুই দলের তিনজনকে রেফারি ধানেশ শাহ হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। দিনের খেলা: এগিয়ে চলো বনাম নাইন বুলেটস ক্লাব, সন্ধ্যা ছয়টায়, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে, সুপার লিগের ম্যাচ।

সুপার ডিভিশন লীগের পয়েন্ট তালিকা

দল — **ম্যাচ জয় পরা: ড্র প: বি: পয়েন্ট**

ব্লাড মাউথ: ০৩-০৩-০০-০০-০৭-০১-০৯
কল্যাণ সমিতি: ০৩-০১-০২-০০-০৪-০৪-০৩
এগিয়ে চল: ০২-০১-০১-০০-০৩-০৫-০৩
নাইন বুলেটস: ০২-০০-০২-০০-০০-০৪-০০

দুবাইয়ে এই প্রথমবার নয় ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ, ইতিহাস কী বলছে? কারা এগিয়ে?

দুবাই: এশিয়া কাপের সবচেয়ে হাইভোল্টেজ মাচে আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত ও পাকিস্তানের দ্বৈরথ। পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার পর এই মুহূর্তে দু দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক একেবারে তলানিতে। প্রথমে তো এশিয়া কাপে অংশ নেবে না ভারত, এমনটাও শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দু দেশই টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছে। নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে খেলতে নামবে ২ দল। কিন্তু এই প্রথমবার দুবাই স্টেডিয়ামে নামবে না ভারত-পাকিস্তান। এর আগেও ২২ গজের যুদ্ধে দুটো দল দুবাইয়ে আমনে সামনে হয়েছিল। ইতিহাস বলছে, দুবাইয়ে ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট দল মুখোমুখি হয়েছে মোট ছয়বার। তিনবার ওয়ান ডে ফর্মাট ও তিনবার টি-টোয়েন্টি ফর্ম্যাটে মাচ হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট দল তিনটি ওয়ান ডে মাচেই পাকিস্তানকে হারিয়ে দিয়েছে এর আগে দুবাইয়ে। আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে শেষবার ওয়ান ডে ফর্মাটে পাক দলকে হারিয়ে টিম ইন্ডিয়া। কুড়ির ফর্মাটে পাকিস্তান অবশ্য ভারতকে দুবার হারিয়েছে দুবাইয়ে। এশিয়া কাপেও কিন্তু এবার কুড়ির ফর্মাটেই খেলা হবে দু দলের। দুবাইয়ের পিচ সাধারণত স্পিন ফ্রেন্ডলি হয়ে থাকে। আমিরশাহির বিরুদ্ধে চার উইকেট নেওয়ার পর দুবাইয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মাচেও সূর্যকুমারের তুরুপের তাস হতে পারেন। ২২ গজের যে কয়েকটি মহারণ বেশ উল্লেখযোগ্য, সেগুলোর মধে অন্যতম ভারত বনাম পাকিস্তানের ম্যাচ মানেই রুদ্ধশ্বাস লড়াই, টানটান উত্তেজনা। ম্যাচের বহু আগে থেকেই এই দ্বৈরথ ঘিরে উত্তেজনার পারদ চড়তে থাকে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের যে উত্তেজনা বা হাইপ তাতে বিক্রি শুরু হওয়ার কিছু ঘণ্টার মধ্যেই নিমেষে বিক্রি হয়ে যায় সব টিকিট। তবে এবারের এশিয়া কাপের ছবিটা যেন আলাদা। দুই দেশের রাজনৈতিক সম্পর্ক তো একেবারে তলানিতে বটেই, তার সঙ্গে গোদের ওপর বিষফোঁড়ার এশিয়া কাপের এই ম্যাচের আকাশচুম্বী দাম। এই দুইয়ের সম্বন্বয়েই হয়তো রবিবার দুবাই আন্তর্জাতিক মাঠের গ্যালারিতে ভিড় জমানোর হিড়িক কমেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

আর্চারি অ্যাসোসিয়েশনের এজিএম অনুষ্ঠিত, পরিচালন কমিটি পুনর্গঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আর্চারি অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার পরিচালন কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে। আজ দুপুরে এনএসআরসিসি-র কনফারেন্স হল-এ আয়োজিত আর্চারি অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার বার্ষিক সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ৭ সদশ্য বিশিষ্ট পরিচালন কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে। কমিটিতে সভাপতি সমীর রঞ্জন ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক কেশব দেববর্মা এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে শান্তনু সাহা নির্বাচিত হয়েছেন। উল্লেখ্য, এর আগে বার্ষিক সাধারণ সভার নির্ধারিত এজেন্ডা অনুযায়ী পূর্বতন সচিব এবং কোষাধ্যক্ষ যথাক্রমে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন এবং বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসেবে নিকেশ পেশ করা হলে আলোচনার মধ্য দিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সেগুলো গৃহীত হয়। পরবর্তী সময়ে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে এমনকি পর্যবেক্ষক হিসেবে ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সাত সদস্য বিশিষ্ট পরিচালন কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। আগামী চার বছর অর্থাৎ ২০২৫ থেকে ২০২৯ পর্যন্ত বিশেষ করে আর্চারি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত এবং ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের অনুমোদনপ্রাপ্ত আর্চারি অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার পরিচালন কমিটি কার্যপন্থা পরিচালনা করবে। বার্ষিক সাধারণ সভা এবং নতুন পরিচালন কমিটি গঠনপূর্বক সামগ্রিক প্রক্রিয়া সাফল্যমন্ডিতভাবে শেষ হয়েছে বলে এর সাধারণ সম্পাদক সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

রোটারি ক্লাব অফ আগরতলা আয়োজিত জেলা সদস্যপদ সেমিনার ইয়ারানা-২ আজ

আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। ডিস্ট্রিক্ট মেম্বারশিপ সেমিনার ইয়ারানা-২ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামীকাল রবিবার। আয়োজক রোটারি ক্লাব অফ আগরতলা। মুখ্যত, সহ-আয়োজক রোটারি ক্লাব অফ ধর্মনগর এবং রোটারি ক্লাব অফ তেলিয়ামুড়ার সহযোগিতায় আগামীকাল বিকেল চারটায় শহরের অভিজাত হোটেলে রোটারি ক্লাবের ডিস্ট্রিক্ট মেম্বারশিপ অর্থাৎ জেলা সদস্যপদ সেমিনার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য হলো, সদস্যপদ বৃদ্ধি ও বিকাশে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং রোটারিয়ানদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নত করা। যেখানে নতুনত্ব, অন্তর্ভুক্তি এবং সৌহার্দ্য বজায় রাখার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত এবং রোটারি ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট-৩২৪০ এর বাইরেও বহু বিশিষ্ট রোটারিয়ান প্রমুখ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও মতামত ভাগ করে নেবেন। এই সেমিনারে প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট বক্তা হিসেবে ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর রোটারিয়ান ডাঃ কামেশ্বর সিং এলম্বাম, রোটারি ক্লাব কলকাতা, ঢাকুরিয়ার রোটারিয়ান দেবাশীষ মিত্র, রোটারি ক্লাব কলকাতা ইউনিভার্সি-এর রোটারিয়ান শৈলেন ভৌমিক, রোটারি ক্লাব খানের রোটারিয়ান রাম ভাটনগর, রোটারি ক্লাব বিরাটনগর নেপালের রোটারিয়ান বাসুদেব গ্লায়ান, ডিস্ট্রিক্ট পাবলিক ইমেজ চেয়ার রোটারিয়ান ডাঃ পল্লবী মাঝি, ডিস্ট্রিক্ট লিটারেসি চেয়ার রোটারিয়ান পার্থপ্রতিম ফোকন প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন রোটারি ক্লাব অফ আগরতলার সভাপতি রোটারিয়ান কিশলয় ঘোষ। এই জেলা সদস্যপদ সেমিনার অভিজ্ঞতা, উদ্ভাবন এবং সৌহার্দ্যের এক অনন্য মিলনস্থল হয়ে উঠবে, যা রোটারিয়ানদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনার জাগিয়ে তুলবে এবং সদস্য পদ বৃদ্ধির পথ সুগম করবে বলে সংশ্লিষ্ট সকলকে এতে উপস্থিত থাকার জন্য রোটারি ক্লাব অফ আগরতলার সম্পাদক প্রফেসর রোটারিয়ান প্রিয়নাথ দাস আহবান রেখেছেন।

বাধারঘাটে দশরথ দেব গুড মর্নিং ফুটবল ক্লাবের প্রাইজমানি টুর্নামেন্ট আজ সমাপ্তি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা। শহর সন্নিকট বাধারঘাটস্থিত স্পোর্টস কমপ্লেক্সে এত সংখ্যক অংশগ্রহণকারী দলের মধ্যে প্রাইজমানি ফুটবল টুর্নামেন্ট। তাও দীর্ঘ বেশ কয়েক বছর ধরে। যা ক্রীড়া প্রেমীদের ফুটবল মাঠমুখী করার এ যেন অদম্য প্রয়াস। টুর্নামেন্টের বর্ণাঢ্য সূচনা হয়েছে আজ। আগামীকাল, রবিবার মূলপর্ব অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল ম্যাচ। তবে এর আগে একাধিক প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচও রয়েছে। ফাইভ-এ-সাইড ফুটবল টুর্নামেন্টের এই আয়োজন ঘিরে বাধারঘাট স্পোর্টস কমপ্লেক্স এলাকায় ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা বিরাজ করছে। দুই দিন ব্যাপী প্রাইজমানি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী দিনে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচেরও আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতিবছরের মতো এবারও এই ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে আগরতলার বাধারঘাটস্থিত দশরথ দেব গুড মর্নিং ফুটবল ক্লাব এখন সংবাদ শিরোনামে। শনিবার সকাল থেকে শুরু হয়ে টুর্নামেন্টের প্রথম দিনে নকআউট পর্যায়ের প্রাথমিক রাউন্ডের অধিকাংশ ম্যাচ সম্পন্ন করা হয়েছে। দুই দিন ব্যাপী এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে সুদৃশ্য ট্রফি সহ দেওয়া হবে যথাক্রমে ১২ হাজার ও ৮০০০ এর মতো বড় অংকের প্রাইজমানিও। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সঙ্গে উদ্যোক্তাদের একটি প্রীতি প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জে আর সি-র পক্ষে অনির্বাণ দেব, সুমন সাহা, নারায়ণ শীল, সরযূ চক্রবর্তী ও সুপ্রভাত দেবনাথ এর ক্রীড়া শৈলী, মুখ্যত একাধিক গোলমুখী আক্রমণ উদ্যোক্তাদের টিম অর্থাৎ ডিডিজিএম এফসি রুখে দিলে শেষ পর্যন্ত প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে। আগামীকাল, রবিবার টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচের শেষে, সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে। উল্লেখ্য, শনিবার সকাল ৯ টায় প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী, টিএফএ-র সম্পাদক অমিত চৌধুরী, এসপি (প্রকিউরমেন্ট) মানিক দাস, আইপিএস, জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ, টি এফ এর পক্ষ থেকে তপন সাহা, কৃষ্ণপদ সরকার, শুভেনজিৎ সিনহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। টুর্নামেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে বিশেষ করে আয়োজক ক্লাবের সভাপতি বিরূপাক্ষ চৌধুরী, সম্পাদক গৌতম ব্যানার্জি, টুর্নামেন্ট কমিটির জয়েন্ট কনভেনার সুদর্শন দাশ ও সুশান্ত দত্ত প্রমুখ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথমবার, মেগা টুর্নামেন্টের দায়িত্ব কেবল মহিলা আম্পায়ারদের হাতে

মহিলাদের বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথমবার। সমস্ত ম্যাচেই আম্পায়ারিং করবেন মহিলারা। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচের দায়িত্বে থাকবেন চারজন মহিলা অফিশিয়াল। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ভারতের মাটিতে বসছে মহিলা বিশ্বকাপের আসর। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি ভারত এবং শ্রীলঙ্কা। সেই ম্যাচের তিন আম্পায়ার এবং ম্যাচ রেফারি সকলেই মহিলা। বিশ্বকাপে এই প্রথমবার এমন ঘটনার সাক্ষী থাকবেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে আম্পায়ার হিসাবে থাকবেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার বৃন্দা রাঠি, এন জননী এবং গায়ত্রী বেণুগোপালন। প্রথম মহিলা ম্যাচ রেফারি জি এস লক্ষ্মীও থাকবেন মহিলা বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে। উল্লেখ্য, মহিলাদের ক্রিকেটে চারজন মহিলা ম্যাচ অফিশিয়ালদের দেখা গিয়েছে আগেও। ২০২২ সালের কমনওয়েলথ গেমস, মহিলাদের গত দু'টি টি-২০ বিশ্বকাপেও কেবল মহিলা আম্পায়ারদের উপরেই ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তবে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে এই প্রথমবার মহিলারা পুরো টুর্নামেন্ট পরিচালনা করবেন।

বৃহস্পতিবার আইসিসির তরফ থেকে ১৪ জন আম্পায়ার এবং ৪জন ম্যাচ রেফারির নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এবার বিশ্বকাপের ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে থাকবেন ট্রুডি অ্যান্ডারসন, শ্যান্ড্রে ফ্রিটজ, জিএস লক্ষ্মী, মিশেল পেরেইরা। আম্পায়ার হিসাবে থাকছেন লরেন এজেনব্যাগ, ক্যান্ডিস লা বোর্দে, কিম কটন, সারা ডাম্বানেভানা, শাথিরা জাকির জেসি, কেরিন ক্লাস্তে, এন জননী, নিমালি পেরেরা, ক্লেয়ার পোলোসাক, বৃন্দা রাঠি, সু রেডফার্ন, এলোইস শেরিডান, গায়ত্রী বেণুগোপালন, জ্যাকলিন উইলিয়ামস।

প্রসঙ্গত, আইসিসির আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের ইতিহাসে নিম্নতম দামে ছাড়া হচ্ছে মহিলাদের বিশ্বকাপের টিকিট। ইতিমধ্যেই টিকিট বিক্রি শুরু হয়ে গিয়েছে। এই পর্বে টিকিটের ন্যূনতম দাম রাখা হয়েছে মাত্র একশো টাকা। এক যুগ পর ভারতে হচ্ছে মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপ। আইসিসির আশা, টিকিটের দাম কম রাখলে প্রচুর দর্শক মাঠে আসবেন। মহিলা ক্রিকেটের জন্য গলা ফাটাবেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

লিটনের ব্যাটে জয় বাংলাদেশের, অধিনায়ক ফর্মে থাকলেও চিন্তা দলের বোলিং নিয়ে

আফগানিস্তানের সামনে যে হংকং উড়ে গিয়েছিল, তাদের হারাতে ঘাম ঝরাতে হল বাংলাদেশকে। এক একটা সময় মনে হচ্ছিল, হংকং দলে দু'এক জন অভিজ্ঞ ক্রিকেটার থাকলে খেলার ছবিটা অন্য রকম হতে পারত। অভিজ্ঞতায় মার খেল তারা। অতিরিক্ত রানের খেসারতও দিতে হল তাদের। অধিনায়ক লিটন দাসের অর্ধশতরানে জিতল বাংলাদেশ। ১৪ বল বাকি থাকতে বাংলাদেশ ৭ উইকেটে ম্যাচ জিতলেও তাদের এই খেলা মন ভরাবে না সমর্থকদের। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে চিন্তা বাড়বে তাঁদের।

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ভেঙে পড়েছিল হংকংয়ের ব্যাটিং। সেই কারণেই হয়তো টস জিতে প্রথম বল করার সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশের অধিনায়ক লিটন। হংকংয়ের ওপেনার অংশুমান রথ এই ম্যাচেও ব্যর্থ। কিন্তু অপর ওপেনার জিশান আলি নজর কাড়লেন। ৩০ রান করলেন তিনি। নিজাকত খান ও অধিনায়ক ইয়াসিম মুর্তাজাও ভাল ব্যাট করেন। নিজাকত সর্বাধিক ৪২ রান করেন। মুর্তাজা করেন ২৮ রান। তাঁদের জুটিতে ভাল গতিতে এগোচ্ছিল হংকং। কিন্তু ভুল বোঝাবুঝিতে রান আউট হন মুর্তাজা। তার পরে আবার রান তোলার গতি কমে যায়। শেষ পর্যন্ত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৪৩ রান করে হংকং। মুর্তাজা আউট না হলে ১৬০ রানও করতে পারত হংকং। বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে নজর কাড়লেন তানজিম হাসান সাকিব। ৪ ওভারে ২১ রান দিয়ে ২ উইকেট নেন তিনি। মুস্তাফিজুর রহমান উইকেট না পেলেও ভাল বল করেছেন। তাসকিন আহমেদ ২ উইকেট পেলেও রান দিয়েছেন।

আবু ধাবির উইকেট বেশ মন্থর। এই উইকেটে ১৪৪ রান তাড়া করা খুব সহজ নয়। বাংলাদেশের শুরুটা ভাল হয়েছিল। পারভেজ হোসেন ইমন দ্রুত রান তুলছিলেন। তাঁকে ফেরান আয়ুষ শুক্ল। অপর ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম করেন ১৪ রান। দুই ওপেনার আউট হওয়ার পর বাংলাদেশের রান তোলার গতি কিছুটা কমে যায়।কিন্তু হংকংয়ের বোলারেরা অতিরিক্ত রান দিয়ে বাংলাদেশের কাজ সহজ করে দিচ্ছিলেন।

বাংলাদেশের অধিনায়ক লিটন ও অভিজ্ঞ ব্যাটার তৌহিদ হৃদয় জানতেন, এই মাঠে বড় শট খেলার চেষ্টা করলে ঝুঁকি বাড়বে। তাই দৌড়ে রানের দিকে নজর দেন তাঁরা। জরুরি রানরেট খুব বেশি না থাকায় সমস্যা হচ্ছিল না। শেষ দিকে বড় শট খেললেন তাঁরা। এই জুটিই দলকে জেতাল। ৩৯ বলে ৫৯ রান করে লিটন আউট হলেও তত ক্ষণে খেলা প্রায় জিতে গিয়েছে বাংলাদেশ। হৃদয় ৩৫ রানে অপরাজিত থাকলেন। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ জিতলেও নেট রানরেট খুব একটা বাড়িয়ে রাখতে পারল না তারা। প্রতিযোগিতায় পরের দিকে এই রানরেট সমস্যায় ফেলতে পারে তাদের।

বাংলাদেশ জিতলেও তাদের যে ভাবে পরিশ্রম করতে হল, তাতে চিন্তা বাড়বে লিটনের। হংকংয়ের মতো দুর্বল দলকে অল আউট করতে পারেননি বাংলাদেশের বোলারেরা। ব্যাটারদের দেখেও মনে হয়েছে, আত্মবিশ্বাসের অভাব রয়েছে। হংকংয়ের বিরুদ্ধেই যদি এই অবস্থা হয়, তা হলে শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই অপেক্ষা করছে বাংলাদেশের সামনে।

বোর্ড সভায় সিএবির প্রতিনিধি সৌরভ, প্রেসিডেন্ট পদে ভাসছে একাধিক হেভিওয়েটের নাম

চেন্নাই: ভারতীয় বোর্ড সভাপতির দৌড় থেকে সরে গিয়েছেন শচীন তেণ্ডুলকর। একটু ভুল হল। তিনি বরং বলে দিলেন, তাঁর বোর্ড সভাপতিত্ব পাওয়া নিয়ে প্রচারমাধ্যমের একাংশে যা লেখালেখি হয়েছে, তা আদৌ কখনও ঘটেইনি। বৃহস্পতিবার লিটল মাস্টারের মিডিয়া টিমের পক্ষ থেকে এক বিবৃতি পেশ করে বলে দেওয়া হল, 'আমরা জানতে পেরেছি, মিস্টার শচীন তেণ্ডুলকরের ভারতীয় বোর্ড সভাপতি হওয়া নিয়ে প্রচুর জল্পনা চলেছে। আমরা এটা জানাতে চাই, এ রকম কিছুই ঘটেনি। সবাইকে বলব, গুজব ছড়ানো থেকে বিরত থাকুন।' মজার হল, আর চব্বিশ ঘণ্টা পরেই কোন রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা থেকে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বরের বোর্ড নির্বাচনে কারা প্রতিনিধিত্ব করবেন, তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। একটা খসড়া পাওয়া যাবে, আগামী বোর্ড প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কারা হতে পারেন? এখানে লিখে রাখা যাক, গত দু'বার হাইপ্রোফাইল ক্রিকেটারকেই প্রেসিডেন্ট করেছে বোর্ড। প্রথম বার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। পরের বার রজার বিনি। এবং শচীনের মিডিয়া টিমের পক্ষ থেকে বিবৃতি এল, সেই প্রতিনিধি তালিকা পেশ করার চব্বিশ ঘণ্টা আগে। বোর্ডমহলের অনেকের ধারণা, শচীনকে ভাবী প্রেসিডেন্ট করার বোর্ড প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হল, তা হলে নতুন বোর্ড প্রেসিডেন্ট হবেন কে? বিনির সত্তর বছর হয়ে গিয়েছে। তিনি আর থাকছেন না। লোধা আইনে সত্তর বছর হয়ে গেলে ক্রিকেটের প্রশাসনিক পদে আর থাকা যায় না। একই সঙ্গে ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং নতুন আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিল চেয়ারম্যানও হয়তো খুঁজে নিতে হবে বোর্ডকে। যাক গে। সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট হিসেবে একাধিক নাম ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যেমন কিরণ মোরে, রবি শাস্ত্রী, রাহুল দ্রাবিড়, ভিভিএস লক্ষ্মণ। শেষ পর্যন্ত কোন কোন তারকা ক্রিকেটার আসন্ন বোর্ড নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করবেন, তা আগামী দু'একদিনে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ড্রাফট ইলেকটোরাল রোল রিলিজ হয়ে যাবে ১৩ সেপ্টেম্বর। বোর্ড পদাধিকারী হিসেবে প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা করতে পারবেন ২০ ও ২১ সেপ্টেম্বর। প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হয়ে যাবে ২৩ তারিখ। মোরে বোর্ড সভায় বরোদার প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন বলে শোনা যাচ্ছে। আরও একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার রয়েছে। সেটা হল, আসন্ন বোর্ড সভায় সিএবি-র প্রতিনিধিত্ব করবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়! যাঁর আগামী ২২ সেপ্টেম্বর সিএবি প্রেসিডেন্ট হওয়া মোটামুটি নিশ্চিত। এবং সৌরভ যখন বোর্ড সভায় প্রতিনিধিত্ব করছেন, তাই আইনত তিনি বোর্ড প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হওয়ার যোগ্য!

বসিয়ে রাখা হচ্ছে অর্শদীপকে! ভারতীয় দলের কোচ গম্ভীরকে একহাত নিলেন কিংবদন্তি স্পিনার

চেন্নাই: ভারতীয় দলের এশিয়া কাপ ২০২৫-এর যাত্রা শুরু হয়েছে দুর্দান্তভাবে। টিম ইন্ডিয়া বুধবার, ১০ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে (ডজ্ঞ) ৯ উইকেটে পরাজিত করে এশিয়া কাপে বিরাট জয়লাভ করেছে। তবে এই জয়ের পরে টিম ইন্ডিয়ার পর্যালোচনা করতে গিয়ে প্রাক্তন ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বিন তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে গৌতম গম্ভীরের কোচিং নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। অশ্বিন গম্ভীরকে নিয়ে বলেছেন যে, তিনি যখন থেকে প্রধান কোচ হয়েছেন, তখন থেকে অর্শদীপ সিংহকে দলের হয়ে খেলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বিন তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে বলেছেন, ”এটা বেশ অবাক করার মতো যে অর্শদীপ সিংহকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তবে এটা কোনও নতুন কথা নয়। যখন থেকে গৌতম গম্ভীর কোচিং শুরু করেছে, তখন থেকেই এমনটা চলছে। অর্শদীপ সিংহ পুরো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও একটিও ম্যাচ খেলেননি। এখনকার সময়ে এটা একটা থিম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটাও হতে পারে গম্ভীর দুবাইয়ের পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনা করে স্পিনারদের বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। যখন গম্ভীর কেকেআর (কলকাতা নাইট রাইডার্স)-এর জন্য ট্রফি জিতেছিলেন, তখনও তিনি সম্পূর্ণরূপে স্পিনারদের সঙ্গেই ছিলেন।” রবিচন্দ্রন অশ্বিন আরও বলেছেন যে, এটা এমন একটা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা গত বছর টি-২০ বিশ্বকাপের সময়ও দেখা গিয়েছিল। তিনি বলেছেন, ”তবে আমার সন্দেহ আছে যে, এই কম্বিনেশন কোনও ভাল দলের বিরুদ্ধে কাজ করবে কি না। এটা ঝুঁকি নেওয়ারও কারণ হতে পারে। অর্শদীপ একজন ভালো খেলোয়াড়, ও বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও ভাল পারফর্ম করেছিল। এমন খেলোয়াড়কে দল থেকে বেশি দিন বাইরে বসিয়ে রাখা বেশ কঠিন হতে পারে।” অশ্বিন আরও বলেছেন, ”আমি জানি শিবম দুবে কিছু উইকেট পেয়েছে। তবে এটা সেই ধরনের বোলিং কম্বিনেশন নয় যা নিয়ে আমি সন্তুষ্ট।”

এশিয়া কাপে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে চোট-আতঙ্ক পাক দলে!

রবিবার কি ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন পাকিস্তানে অধিনায়ক সলমন আলি আঘা? এশিয়া কাপে পাক অধিনায়কের খেলা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। অনুশীলনে সলমনকে দেখে এই সংশয় তৈরি হয়েছে। 'জিয়ো নিউজ' জানিয়েছে, বুধবার দুবাইয়ের আইসিসি ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে পাকিস্তানের অনুশীলনে থাকলেও অনুশীলন করেননি সলমন। তাঁর ঘাড়ে একটি ব্যান্ডেজ বাঁধা ছিল। ওয়ার্ম আপ থেকে শুরু করে দৌড় বা অন্য শারীরিক কসরত কিছুই করেননি সলমন। বাকি সকলে অবশ্য পুরো অনুশীলন করেছেন। নেটে ব্যাটও করেননি সলমন।অধিনায়কের এই ছবি দেখার পরেই জল্পনা শুরু হয়েছে। তবে কি চোট পেয়েছেন সলমন? নইলে কেন তাঁর ঘাড়ে ব্যান্ডেজ থাকবে। কেনই বা একটুও অনুশীলন করবেন না তিনি। জল্পনা শুরু হতেই মুখ খুলেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। তারা জানিয়েছে, সলমনের বড় কোনও চোট নেই। হালকা সমস্যা রয়েছে। সেই কারণেই অনুশীলন করেননি তিনি। পাকিস্তানের প্রথম ম্যাচের আগে সলমন পুরো সুস্থ হয়ে উঠবেন। রবিবার ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে নামলেও পাকিস্তানের প্রথম ম্যাচ শুক্রবার।

রাঙ্গুটিয়া গ্রামে একাধিক দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুর ঃ এলাকাজুড়ে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। এক চাঞ্চল্যকর ঘটনায় কাঁপল রাঙ্গুটিয়া গ্রাম। শুক্রবার গভীর রাতে একদল অজ্ঞাতপরিচয় দুস্কৃতিকারী রাঙ্গুটিয়া গ্রামের কালীবাজারে একাধিক দুর্গা প্রতিমা ভেঙে দেয়।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই বছর গ্রামের একাধিক ক্লাব ও যুবসংঘ মিলিতভাবে বড়ো করে দুর্গাপুজোর আয়োজন করছিল। প্যান্ডেল তৈরির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে ছিল। প্রতিমাগুলিও প্রায় পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল। সেই সময়েই বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঘটে যায় এই অঘটন। প্রায় চারটি প্রতিমার মুখ, হাত ও অন্যান্য অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা। ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে।

অবহেলায় ধ্বংসের পথে ঐতিহাসিক দীননাথ বিদ্যা মন্দির বিদ্যালয়, মরণফাঁদে পরিণত

আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর: অবহেলায় ধ্বংসের পথে ঐতিহাসিক দীননাথ বিদ্যা মন্দির বিদ্যালয়। উত্তর জেলার ধর্মনগর শহরের প্রাণকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে থাকা ঐতিহ্যবাহী দীননাথ বিদ্যা মন্দির (ডিএনভি) স্কুল আজ যেন মৃত্যু ফাঁদের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

প্রসঙ্গত, ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয় বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে বসেছে। প্রায় ৯০০ ছাত্রছাত্রী প্রতিদিন জীবন হাতে নিয়ে ক্লাস করতে বাধ্য হচ্ছে। অথচ সংশ্লিষ্ট দপ্তর নিশ্চুপ। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হেমচন্দ্র চাকমা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান "এই দ্বিতল ভবন সামান্য ভূমিকম্পেই ধসে পড়তে পারে, সামান্য বৃষ্টিতেই ক্লাসরুমে জল ঢুকে পড়ে। ছাত্র-শিক্ষকরা রোজই বিপদের মুখে পড়ছেন। অবস্থা এতটাই ভয়ঙ্কর যে কলা বিভাগের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের সপ্তাহে ভাগাভাগি করে ক্লাস করতে হয়।

এটা শিক্ষা নয়, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের ওপর প্রকাশ্য আঘাত! বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিরুপায় এই ব্যবস্থা নেন, কারন বসার জায়গার অভাব। বিদ্যালয়ে বিদ্যুত থাকলেও প্রয়োজনীয় ফেন নেই। বিদ্যালয়ের চারদিকের চিত্র আরও করুণ, বারান্দার পিলার ভেঙে পড়ছে, ছাদের প্লাস্টার ঝরে পড়ছে মাথার উপর। বাধ্য হয়ে রুম গুলি বন্ধ করে রাখা হয়েছে। নেই কোন মেরামতের উদ্যোগ। লাইব্রেরি কার্য্যত তালাবদ্ধ। লক্ষাধিক টাকার বই অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। নেই লাইব্রেরিয়ান।টয়লেট ও বাথরুমের নোংরা জল মিড-ডে মিল রান্নাঘরের সামনে জমে থাকছে, তৈরি হচ্ছে ভয়াবহ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। এর মধ্যেই রান্না করে খাওয়ানো হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের। এর ফলে শিক্ষার্থীদের অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি ক্রমশ বাড়ছে।

প্রধান শিক্ষক বারবার শিক্ষা দপ্তর, ধর্মনগর পুরপরিষদ থেকে শুরু করে আগরতলা পর্য্যন্ত জানিয়ে আসছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় এখনো কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এ যেন শিক্ষার্থীদের জীবন ও ভবিষ্যতের প্রতি চরম উদাসীনতা।

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর : গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভুপেন্দ্র প্যাটেলের সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা।

আজ সামাজিক মাধ্যমে তিনি লেখেন, গুজরাট সফরকালে মুখ্যমন্ত্রী ভুপেন্দ্র প্যাটেলের সাথে গান্ধীনগরে তাঁর বাসভবনে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই উষ্ণ আতিথেয়তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

খয়েরপুর পল্লীমঙ্গল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর বেহাল দশা, উন্নয়নের দাবি

আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর: খয়েরপুর পল্লীমঙ্গল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবি উঠেছে। খয়েরপুর পল্লীমঙ্গল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় বাম আমলে আধুনিক পরিকাঠামো পেয়েছিল।

নতুন ভবন, প্রশস্ত শ্রেণিকক্ষ, খেলার মাঠসহ নানা সুযোগ-সুবিধা গড়ে ওঠায় একসময় এটি এলাকায় শিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীতে বর্তমান সরকারের সময়ে ব্যায়ামাগারও নির্মিত হয়, যাতে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার পাশাপাশি শারীরিক চর্চার সুযোগ পায়। সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো আজ বেহাল অবস্থায় পৌঁছেছে।

খেলার মাঠে জঙ্গল গজিয়ে ওঠায় খেলাধুলার পরিবেশ একেবারেই নেই। যে ব্যায়ামাগারটি কিছুদিন আগে তৈরি হয়েছিল, সেটিও অযত্নে পড়ে থেকে হাঁটু সমান ঝোপজঙ্গলে ঢেকে গেছে।অভিভাবক ও স্থানীয় মানুষের দাবি, বিদ্যালয়ের দ্রুত সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু করা হোক।

প্রদ্যোৎ কিশোরের বিরুদ্ধে তোপ লাগলেন ফরওয়ার্ড ব্লক রাজ্য সম্পাদক রঘুনাথ মুখার্জী

আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর: প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের বিরুদ্ধে তোপ লাগলেন ফরওয়ার্ড ব্লক রাজ্য সম্পাদক রঘুনাথ মুখার্জী। প্রদ্যুৎ কিশোরের আগরতলার মালিক প্রসঙ্গে সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে ফরওয়ার্ড রাজ্য সম্পাদক রঘুনাথ মুখার্জী।

তিনি অভিযোগ করেন, প্রদ্যোতের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। পাশাপাশি এদিন তিনি সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র রবীন্দ্র ভবন সংলগ্ন এলাকায় নাইট ক্লাব অবিলম্বে বাতিল করার দাবি জানান। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উনি ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাধারঘাট এলাকার বিজিত প্রার্থী পার্থরঞ্জন সরকার।

বাম-কংগ্রেস মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে ঃ রাজীব

ধর্মনগর, ১৩ সেপ্টেম্বর : বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। তারা মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে যাতে বিজেপির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়। শনিবার বিকেলে উত্তর জেলা বিজেপির উদ্যোগে বাম ও কংগ্রেসের লাগাতার অপপ্রচার ও মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে ধিক্কার ও প্রতিবাদ সভার একথা বলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। ধর্মনগরের প্রাণকেন্দ্র নেতাজি মূর্তির পাদদেশে অনুষ্ঠিত হয় এই সভা।

সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। এছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলা বিজেপির সভাপতি কাজল দাস, পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, পাবিয়া চোরা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ভগবান দাসসহ অন্যান্য জেলা নেতৃত্ব। বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বিরোধী দলগুলির তীব্র সমালোচনা করে বলেন, "বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। তারা মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে যাতে বিজেপির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু এই ধরনের অপপ্রচার ও কুৎসা রটনা করে বিজেপিকে সরানো যাবে না। বিজেপি সরকার সবকা সাথ, সবকা বিশ্বাস নিয়ে উন্নয়নের পথে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বিরোধীদল যতই নেতিবাচক প্রচার চালাক না কেন, রাজ্যের মানুষ তা বিশ্বাস করবে না।"

তিনি আরও প্রশ্ন তোলেন, "বিরোধীরা যখন বলে বিজেপি সরকার কোনো উন্নয়নমূলক কাজ করছে না, তখন আমি পাল্টা জানতে চাই সিপিএম তাদের দীর্ঘ শাসনকালে কী উন্নয়ন করেছে? নিজেদের আমলে জনগণকে অন্ধকারে রেখে আজ উন্নয়নের বড়াই করছে।"

রাজীব ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, কংগ্রেস এখন বিজেপি কর্মীদের হুমকি দিচ্ছে এবং বিভ্রান্তির পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে। তবে বিজেপি কর্মীরা ভয় না পেয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ চালিয়ে যাবে।

সভায় অন্যান্য নেতারাও বিরোধীদের রাজনৈতিক অবস্থান ও কার্যকলাপের সমালোচনা করেন। তাঁরা দাবি করেন, বিরোধীরা শুধুমাত্র মিথ্যা প্রচারের ওপর নির্ভর করে রাজনীতিতে টিকে থাকার চেষ্টা করছে। শেষে বক্তারা বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান এবং রাজ্যের উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ডে জনগণের পাশে থাকার আবেদন করেন। সভা শেষে ৫৫-বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিএম ও কংগ্রেস ছেড়ে মোট ৪৬ পরিবার, প্রায় ১১৫ জন ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন। উপস্থিত বিজেপি নেতৃত্ব তাঁদের দলে স্বাগত জানিয়ে দলীয় পতাকা তুলে দেন।

মোহনপুর মহকুমা শাসককে বিদায়ী সংবর্ধনা জানান মহকুমা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকরা

আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর: মোহনপুর মহকুমা শাসক সুভাষ দত্তকে বিদায়ী সংবর্ধনা জানান মোহনপুর মহকুমা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকরা। খুব শীঘ্রই মোহনপুর মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত পদোন্নতি পেয়ে সিপাহী জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করবেন।

মোহনপুর মহকুমা শাসক মোহনপুরের উন্নয়নে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। সবার সঙ্গে উনার সম্পর্ক ভালো ছিল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের আপনজন হিসেবে কাজ করেছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে শুরু করে যে কোন ব্যাপারে উনার ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। সাধারণ মানুষের কাগজপত্র থেকে শুরু করে যেকোনো সাহায্যের জন্য উনি ঝাঁপিয়ে পড়তেন উনার অবদান সবসময় মনে রাখবে মোহনপুরবাসী। সাংবাদিকদের সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক ছিল। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ষিয়ান সাংবাদিক নীলকণ্ঠ দে, সুজিত চক্রবর্তী, বাদল চন্দ্র দাস, ধীমান ভৌমিক, সুমনমহলনবীশ, রাজারাম ঘোষ, সওদাগর সিনহা, অনিমেষ দেববর্মা, চন্দন দে, দীপঙ্কর দেবনাথ, সুজিত নন্দী সহ অনেকেই। মহকুমা শাসক জানান দূরে থাকলেও আপনাদের কথা সর্বদা মনে থাকবে। সাংবাদিকরা উনার সাফল্য ও সুস্থতা কামনা করেন।

ছাত্র ও যুবকের মধ্যে জাতীয় ঐক্যকে সুদৃঢ় করার আহ্বান রাজ্যপালের

আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর: ডিগ্রি কোন বিষয়ের সমাপ্তি নয়, বরং এটি ধারাবাহিক শিক্ষার একটি সুযোগ। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তরুণ প্রজন্মকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে যেতে হবে। আজ বিকালে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু একথা বলেন। তিনি বলেন, শিক্ষাঙ্গণে নতুন যেসমস্ত দিক উন্মোচিত হয়েছে সেগুলি কাজে লাগিয়ে ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের যেমন বিকশিত করতে হবে তেমনি দেশকেও গর্বকরার মতো এক জায়গায় নিয়ে যেতে হবে।

তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীরা হচ্ছে দেশের ভবিষ্যত। তারাই দেশের হাল ধরবে। ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তারা বিশেষ ভূমিকা নেবে বলে রাজ্যপাল আশা প্রকাশ করেন। রাজ্যপাল বলেন, ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় তরুণ ছাত্রছাত্রীদের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে

তুলতে একটি স্থপতির ভূমিকা পালন করছে। উত্তরপূর্ব ভারতের উৎকর্ষের অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় আগামী দিনে আরও উচ্চতায় পৌঁছে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বন্ধন ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা ও এর চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখর ঘোষ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার প্রফেসর ড. টি তিরোপতি রাও, এনইআরসি, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোশ্যাল সায়েন্স শিলং-র অধ্যাপক ড. ভাগিরথী পান্ডা প্রমুখ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবেদন ও সাফল্যের চিত্র তুলে ধরেন ইকফাই"র উপাচার্য অধ্যাপক ড. বিপ্লব হালদার।

সমাবর্তনে বন্ধন ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখর ঘোষকে সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদান করা হয়। রাজ্যপাল এই ডিগ্রি প্রদান করেন। এছাড়াও রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু এবং অন্যান্য অতিথিগণ পিএইচডি গবেষক, স্নাতকোত্তর এবং স্নাতক ছাত্রছাত্রীদের সার্টিফিকেট এবং পদক প্রদান করেন।

রাজ্যের সরকারি স্কুলেগুলোতে একই পোশাক নির্ধারণ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত তুঘলকি সিদ্ধান্ত : যুব কংগ্রেস

আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর: রাজ্যের সমস্ত সরকারি স্কুলে একই ধরনের পোশাক নির্ধারণ করে দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে প্রদেশ যুবক কংগ্রেস এবং এনএসইউআই। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে তুঘলকি সিদ্ধান্ত বলে অভিহিত করেছে যুব কংগ্রেস এবং এনএসইউআই।

আজ উভয় সংগঠনের পক্ষ থেকে কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে সরকারি এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। প্রদেশ যুব কংগ্রেসের এক ছাত্র নেতা বলেন, রাজ্য সরকার গুজরাটের একটি কোম্পানিকে স্কুল ড্রেস সরবরাহ করার সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন স্কুলের নির্ধারিত পোশাক বাতিল হয়ে যাবে। তাঁর অভিযোগ, সরকারি এই সিদ্ধান্ত স্কুলগুলির দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ধ্বংস করে দিয়েছে। এমন অনেক বিদ্যালয় রয়েছে যার ঐতিহ্য বহন করে আসছে।

প্লাস্টিক বিরোধী অভিযানে নেমেছে বিলোনিয়া মহকুমা প্রশাসন

বিলোনিয়া,১৩ সেপ্টেম্বর: বিলোনিয়া মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিলোনিয়া শহরের বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন দোকানে অভিযান চালানো হয়েছে। আধিকারিকরা এই অভিযানে প্রায় পঁচাত্তর কেজি প্লাস্টিক ব্যাগ উদ্ধার করে। পাশাপাশি, ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। বিনামূল্যে পচনশীল কেরি ব্যাগের সেম্পল তুলে দেন প্রতিষ্ঠানের মালিকের হাতে।

এছাড়া এই দিনের অভিযানে ২৪জন ব্যবসায়ীকে জরিমানা করে। পাশাপাশি যে সকল জনগন প্লাস্টিক কেরি ব্যাগে করে সামগ্রী নেওয়ার পথে তাদের ও জরিমানা করা হয় বলে জানান ডিসিএম সঞ্জয় শীল।

তিনি বিলোনীয়ার সমস্ত ব্যাবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারন অংশের জনগনের কাছে অনুরোধ জানান তারা যেন বিকল্প ক্যারিব্যাগের যে সেম্পল দেওয়া হয়েছে তা যেন ব্যবহার করেন। ক্রেতারা বাজারে যেতে ব্যাগ নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন।

প্লাষ্টিকের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থা নষ্ট হচ্ছে নিম্নাঞ্চল গুলি অতিসহজেই প্লাবিত হয় কৃষি থেকে গৃহপালিত পশুদের ক্ষেত্রে ক্ষতি কারক।প্রকৃতিবান্ধব ব্যাগ ব্যবহার করার কথা বলেন ডিসিএম সঞ্জয় শীল। শনিবার চলে এই অভিযান। আজকের অভিযানে নেতৃত্ব দেন বিলোনিয়া মহকুমা প্রশাসনের ডিসিএম সঞ্জয় শীল। বিলোনিয়া পুর এলাকা সহ শহরের বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গুলিতে অভিযান চালায়, আগামীদিন গুলিতে অভিযান জারি থাকবে বলে জানান ডিসিএম সঞ্জয় শীল।

বাল্যবিবাহ ভেঙ্গে দিল শান্তির বাজার থানার পুলিশ

বিলোনিয়া, ১৩ সেপ্টেম্বর: বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ দমনে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে শান্তিরবাজার থানার ওসি রাজু দত্ত ও এস আই সমীর বিশ্বাস। তাঁদের উদ্যোগ অপরাধ দমনে প্রতিনিয়ত নানান পদক্ষেপ গ্রহন করা হচ্ছে।

এরইমধ্যে শনিবার শান্তিরবাজার থানার নিকট খবর আসে একটি জায়গায় নাবালিকার বিয়ে হচ্ছে।

এই খবর পাওয়ার পর চাইল্ড লাইন ও শান্তিরবাজার মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের ডি সি এম কে সঙ্গে নিয়ে বিয়ে বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে নাবালিকা সহ ছেলেকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। জানাযায় ছেলেটিও নাবালক। এইভাবে নাবালকের সাথে নাবালিকার বিয়ের খবর পেয়ে দ্রুততার সহিত পদক্ষেপ গ্রহন করে শান্তির বাজার থানার পুলিশ।

পুলিশ দুইজনকে থনায় নিয়ে এসে আইনি প্রক্রিয়া সেরে দুইজনকে চাইল্ড লাইনের কর্মীদের হাতে তুলে দেন। অপরদিকে একইদিনে নেশার করালগ্রাসথেকে যুবকদের মুক্তিদিতে ওসি রাজু দত্ত ও এস আই সমীর বিশ্বাসের উদ্দ্যোগে শান্তির বাজার থানার অধীনে পুইপাহাম রিয়াং পাড়া স্কুল মাঠে এলাকার লোকজনদের নিয়ে এন্টি ড্রাগস এওয়ানেস কর্মসূচী পালন করেন।

এই কর্মসূচীর মাধ্যমে নেশার কুফল, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ সহ বিভিন্ন অসামাজিক কাজের কুফল নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনা শেষে এলাকার যুবকদের খেলাধূলায় আশক্ত করে নেশার করালগ্রাস থেকে মুক্তি দিতে এক প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। শান্তিরবাজার থানার উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই আলোচনা সভায় ও খেলা উপভোগ করার জন্য ব্যাপক হারে লোকসমাগম ঘটে।

জাতীয় লোক আদালতে ৩১১৬০ টি মামলার নিষ্পত্তি, আদায় ৩,৩৩,৫৮,৩৬২ টাকা

আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর: আজ লোক আদালতে ৩১১৬০ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। তাতে মোট ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ৩৬২ টাকা আদায় হয়েছে।

প্রসঙ্গত, আজ রাজ্যে এ বছরের তৃতীয় জাতীয় লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়েছে। ত্রিপুরা উচ্চ আদালত ছাড়াও রাজ্যের সব জেলা এবং মহকুমা আদালত চত্বরে সরকারি ছুটির দিনে এই লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই লোক আদালতে মোট ৩৯টি বেঞ্চ গঠন করা হয়েছিল। তাতে নিষ্পত্তি জন্য ৩১৭৮৯ টি মামলা নেওয়া হয়েছিল। ওই মামলাগুলির মধ্যে বকেয়া মামলা ২৪৩৮৪টি এবং পূর্ববর্তী বিরোধ সংক্রান্ত মামলা ৬৭৭৬টি ছিল। এর মধ্যে পূর্ববর্তী বিরোধ সংক্রান্ত মামলা ৭০২টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas